প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

প্রকাশক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, উবুদশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২

অক্ষর বিন্যাস

মুদ্রাকর, ১৮-এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, ইউডি প্রিন্টার্স

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২

বাঁধাই

লক্ষ্মণ দাস, সন্ধ্যা বাইণ্ডার্স, ১৯ পাটোয়ারবাগান লেন, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অমিতাভ কুণ্ডু

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সৌম্যদীপ

বাবার স্মৃতিতে

সূচিপত্র

ফেবেল্‌স বা নীতিগল্প : রূপকের অবগুণ্ঠনে ঢাকা তীক্ষ্ণ সত্য

"একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট মনে"
—মধুসূদন

"O Fabel, wo ist deine Spur
wer war's, der dich erzeugt?
wer hat dich groß gesaugt?-
Ein Knecht, Äsop?"
Herder

আধুনিক জার্মান-সাহিত্যের প্রথম মার্গস্তম্ভ বা মাইলস্টোন— মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৩) কৃত বাইবেলের জার্মান অনুবাদ।[১] গ্রন্থটি— 'এ মাস্টারপিস অফ জার্মান প্রোজ'। ১৫৩৪ সালে জার্মানির ভিটেনব্যার্গের ছাপাখানা থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, জার্মান-সাহিত্য অতি দ্রুত শৈশব-কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে এবং তারপর তার বিপুল, গভীর, সমৃদ্ধ, ও বেগবান সাহিত্যের ধারা বিশ্বসাহিত্যের ধারায় মিশে যায়।

আধুনিক জার্মান-সাহিত্যের বিকাশের পর্যায়ের মধ্যে 'ফেবেল্‌' ও 'ক্যালেণ্ডার'-গল্প একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। ঈশপ-সৃষ্ট গ্রীক 'ফেবল্‌স'-এর অনুসরণে মধ্যযুগের পর আধুনিক জার্মান-সাহিত্যে নতুন ক'রে 'ফেবেল্‌স' আসে সংস্কারক ও প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রবর্তনকারী আধুনিক জার্মান-ভাষার জনক মার্টিন লুথারের শক্তিশালী ও মণীষাঋদ্ধ কলম থেকে। লুথার ও তাঁর সহযোগী মেলানশ্‌স্টনই জার্মান-সাহিত্যে 'ফেবেল্‌স'-এর আসনকে সমাদৃত ও পাকা ক'রে দিয়ে যান।[২] আমরা দেখতে পাই— ইউরোপে মানবতাবাদের যুগে 'ফেবল্‌স'-এর রি-বার্থ বা নবজন্ম ঘটছে। তার বিস্তৃত আলোচনায় আমরা ঢুকবো।

বস্তুত, ফেবেল্‌স রচনায় এবং ফেবেল্‌স-এর নির্মিতি, শৈলী, ও ইতিহাস-চর্চায় জার্মানি অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ— তাই জার্মান-সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণেই আমরা ফেবেল্‌স-এর আলোচনায় প্রবেশ করবো।

সকলেই জানেন, জেনেরিক কন্‌টেক্সট বা আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া সাহিত্যের আলোচনা হয় না। তাই জার্মান-সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলিকে (Form Genres) সাহিত্যবিদেরা— বোটনিস্ট বা জুলজিস্টের মতোই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে— বিভক্ত বা শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন।[৩] তাঁরা দেখিয়েছেন সাহিত্যের প্রধান আঙ্গিক

(হাউপটগাটুঙ্গেন Hauptgatungen) তিনটি— ল্যুবিক (Lyrik) বা লিরিক, এপিক (Epik) বা কাহিনীমূলক সাহিত্য, ও ড্রামেন (Dramen) বা নাটক।* আমাদের আলোচ্য ফেবেল্ ও ক্যালেণ্ডার-গল্প— তাদের কাহিনীমূলক বৈশিষ্ট্যের জন্য, এপিক আঙ্গিকের তথা সাহিত্যের অন্তর্গত। গ্যয়টের 'ইফিগিনি আউফ ট্রাউরিস'— পদ্যে লেখা হ'লেও নাট্যধর্মী চারিত্র্য-লক্ষণ এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়াতে তা নাট্যসাহিত্য বা ড্রামেন পর্যায়ভুক্ত। তাঁর প্রধান রচনা 'ফাউস্ট'ও তাই, কবিতায় লিখিত হ'লেও তা নাটক। আমাদের 'রামায়ণ'— পদ্যে লেখা হ'লেও তা কাহিনীমূলক ব'লে এপিক আঙ্গিকের আওতায় পড়ে— লিরিকের আওতায় পড়ে না। বহু জার্মান-ফেবেল্স পদ্যে লেখা হ'লেও কাহিনীমূলক সাহিত্য— এই কারণে তারা এপিক আঙ্গিকের মধ্যে পড়ে। বস্তুত, লিরিক হলো সংবেদন— বস্তুর নৈকট্য, মন ও প্রকৃতির অনুভূতিময় সাবজেক্টিভ প্রকাশ। প্রথমে, লায়ার বা বীন বাজিয়ে বা সহযোগে মনের এই সংবেদনকে প্রকাশ করা হতো ব'লে এর নাম ল্যুরিক বা লিরিক।

ল্যুরিক, এপিক, ও ড্রামেন— সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান আঙ্গিকের কোনোটিই এক-রঙা মসলিন থান-কাপড় নয়। বরং তার তুলনা ক্যাথিড্রালের বহু-রঙা জানালার মোজাইকের অথবা সাতনরী হীরের হারের উজ্জ্বল ছটার সাথে। বিশ্বসাহিত্যের পাঠক এই উজ্জ্বল আলোর সাথে পরিচিত। এখন সাতনরী হীরের হারের একটি হীরকখণ্ড— 'ফেবেল্' আঙ্গিকটিকে আতস কাচের তলায় রেখে পরীক্ষার জন্য আমরা প্রয়াসী হবো। জার্মান-সাহিত্যের বাকি অজস্র আঙ্গিকের বর্ণনা বা সংজ্ঞা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়।

সাধারণভাবে আমরা জানি 'ফেবেল্' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'fabula' থেকে।[৪] 'Fabula'-র অর্থ— কাহিনী। অর্থাৎ 'fabula'-র মূল লক্ষ্য— গল্প বলা। 'ফাবুলা' হলো একটি কাহিনী— যার শেষে একটি নীতিকথা বা মরাল থাকে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ও ঈশপের গল্পের এই ইতিবৃত্তটুকু সকলেরই জানা; কিন্তু এর বাইরে ফেবেল্স সম্পর্কে আর কিছু জানতে আমরা কখনও তেমন প্রবৃত্ত হইনি। তার কারণ হয়তো এই যে, এই ইতিবৃত্ত-টুকুর বাইরে খুব বড় জ্ঞাতব্য কিছু যে একটা থাকতে পারে, তা আমাদের কখনও মনে হয়নি। বস্তুত, ফেবেল্স সম্পর্কে কিছুটা অসঙ্গত তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞাও এর জন্য দায়ী।

কিন্তু ফেবেল্স সম্পর্কে খুব বড় একটা বিস্ময়কর তথ্য এই যে, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ও ঈশপের পরেও আধুনিককাল পর্যন্তও ফেবেল্স রচিত হয়েছে— বিশেষত জার্মান-সাহিত্যে ফেবেল্-আঙ্গিকটির গভীর ও বহুবিস্তৃত চর্চা হয়েছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। আধুনিক জার্মান-সাহিত্যে ফেবেল্স রচনা করেছেন মার্টিন লুথার, হাগেডর্ন,

* য়োহান ভোলফ্‌গাঙ গ্যযটে তার 'Noten and Abhandlungen zu besserem Verstandnis des West-Ostlichen Diven' (১৮২৮) লেখায় সূত্রবদ্ধ ক'রে এপিক, লিরিক, ও নাটক— এই তিনটি ফর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এইগুলি "pure, natural form of literature" বা "Drei echten Naturformen der Dichtung"। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে তারা জন্ম নিয়েছে বিকশিত হয়েছে।

গেলার্ট, গটহোল্ড এফ্রাইম লেসিং, গটলিব কনবাড ফেফেল, হ্যার্ডার, য়োহান ভোলফ্‌গাঙ গ্যয়টে, ক্রিস্টিয়ান আউগুস্ট ফিশার, নোভালিস, গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়, আর্থুর শোপেনহাউয়ার, হাইনরিষ হাইনে, কাফকা, রুডল্‌ফ কিরস্টেন, প্রখ্যাত নাট্যকার ব্রেখ্‌ট, মাক্স ফ্রিশ প্রমুখ। অর্থাৎ জার্মানিতে ফেবেল্‌স রচনার সময়কালটি হলো মধ্যযুগ থেকে ধরলে— দ্বাদশ শতকের মাঝ থেকে বিংশ শতকের শেষ পর্ব পর্যন্ত। এছাড়া ইউরোপে, বিশেষত ফরাসী ও রুশ সাহিত্যেও ফেবেল্‌ আঙ্গিকটির গভীর চর্চা হয়েছে।

ফেবেল্‌স সম্পর্কে জার্মান মানবতাবাদী সাহিত্যিক এবং গ্যয়টের প্রথম জীবনের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক য়োহান গটফ্রিড হ্যার্ডার একটি সুন্দর কবিতায় যা বলেছেন, তার মর্মকথা এইরকম—

"ফেবেল্‌স হলো মানুষের প্রথম শিক্ষিকা ও প্রকৃতির কন্যা। পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় ফেবেল্‌ রচিত হয়েছে। প্রকৃতির মতো প্রাচীন এই সাহিত্য। তার গভীরতা সমুদ্রের মতো, আর তার উচ্চতা নীল আকাশের খিলানস্পর্শী। ফেবেল্‌-এর প্রথম রচয়িতা অজ্ঞাত। তবে কোনো একজন মানুষের নাম একান্তই উচ্চারণ করতে হ'লে আমরা ঈশপের নামটিই উচ্চারণ করি। প্রাচ্যদেশ থেকে লুণ্ঠিত হবার পর এই আঙ্গিকটি ক্রমশ প্রাচীন ও শীতল হ'তে শীতলতর হয়ে পড়ে। প্লেটোর কাছে পৌঁছোলে তিনি ফেবেল্‌সকে মেটাফিজিক্সে স্থান দেন, রোমে পৌঁছোলে কবিরা তাকে নীরস, শুষ্ক, কঠিন কাব্যের আধারে ধরেন। ফ্রান্সে প্রকৃতির এই কন্যাকে লোকে শুধুমাত্র সময় কাটানোর উপকরণে পরিণত করে। তারপর জার্মানিতে আশ্রয় নিলে জার্মান কবিরা ফেবেল্‌স-এর মধ্যে প্রকৃতির সহজ সঙ্গীত অনুভব ক'রে তাকে আবার তার প্রথম জীবনের সরলতা ফিরিয়ে দেন; নতুন যৌবন দান ক'রে তাকে তার সাম্রাজ্যের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।"*

হ্যার্ডার অনুসরণে এই হলো ফেবেল্‌-এর জীবনকালের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এবারে আবার প্রারম্ভিকে ফিরে আসা যাক। গ্রীস দেশের ঈশপের পর ফেবেল্‌ রচনা ক'রে বিখ্যাত হয়েছিলেন জন্মসূত্রে গ্রীক রোমান দাস ফ্যাড্রুস। কথিত আছে— রোমান সম্রাট আগুস্টুস তাঁকে পরবর্তী জীবনে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি ঈশপের ফেবেল্‌সগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ ও ল্যাটিনে অনুবাদ করেছিলেন এবং নিজেও ফেবেল্‌স রচনা করেছিলেন। ঈশপের রচনার প্রথম গ্রন্থবদ্ধ সংকলনের জন্য আমরা ফ্যাড্রুসের কাছে চিরঋণী। ফেবেল্‌স-রচনার ইতিহাসে তাঁর পরের দুই মাইলস্টোন বা মার্গস্তম্ভ— ফ্রান্সের জঁ দ্য লা ফঁতেন (১৬২১-১৬৯৫) ও রুশদেশের সাহিত্যিক ইভান ক্রিলোফ (১৭৮৮-১৮৩৪)। ১৬৮৮ থেকে ১৬৯৪-র মধ্যে ফঁতেনের সংকলন প্রকাশিত হয়। লা ফঁতেন তাঁর ফেবেল্‌স-এ মরাল বা নীতিকথা শোনাতে চাননি, বরং চেয়েছিলেন সাহিত্যরস, জ্ঞানসুধা, ও মণীষার দীপ্তিকে পরিবেশন করতে।**

* মূল কবিতাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ১-এর ৮৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হলো

** La Fontaine Fables, Livres I à VI, Classiques Larouse, 1991, Page 18

ইংরাজি সাহিত্যের জানালা দিয়ে আমরা প্রধানত বহির্বিশ্বের দিকে তাকাই। সেই ইংরাজি সাহিত্যে ফেবেল্স-এর চর্চা তেমন দেখা যায় না। সম্ভবত সেই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও (যেমন— পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ; পঞ্চতন্ত্রই পৃথিবীর প্রাচীনতম ফেবল্স-সাহিত্য। এবং একটি প্রচলিত মত এই যে, ঈশপ সম্ভবত পঞ্চতন্ত্র অনুসরণেই তাঁর কাহিনীগুলির উদ্ভাবন করেছিলেন) আমরা ফেবেল্স-চর্চায় কখনও তেমন ব্রতী হইনি। তবে মনে হয়, এখন এর ব্যতিক্রম হওয়ার সময় এসেছে। যা-ই হোক, জার্মানিতে ফেবেল্স সৃষ্টি তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছোলো রিফর্মেশন ও এনলাইটমেন্টের যুগে। এরপরও জার্মান সাহিত্যে ফেবেল্স সৃষ্টির প্রেরণা বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে। তার প্রকৃত কারণ আমরা বোধহয় সঠিক জানি না। তবে ফেবেল্স সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির প্রতিফলন আমরা কিন্তু বার বার দেখতে পেয়েছি।

জার্মান ছাড়াও ফরাসী ও রুশ কথাসাহিত্যেও ফেবেল্ তথা ফাবুলা যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, তা আমরা আগেই বলেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী টলস্টয়ও ফেবেল্স রচনা করেছেন।* তিনি মনে করতেন, তাঁর রচিত অন্য সাহিত্যের থেকে তাঁর রচিত ফেবেল্স— সাধারণ মানুষের কাছে, চাষি-মুঝিকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হবে।** তাঁর মতে এখানেই ফেবেল্স-এর কার্যকারিতা। এখন দেখা যাচ্ছে, ফেবেল্স বলতে যদিও আমরা মূলত ঈশপের সৃষ্টি ও বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রকেই বুঝি, কিন্তু এই আদি সাহিত্যের বিপুল সম্ভার পৃথিবীর বহু উল্লেখযোগ্য ভাষার সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। জার্মান সাহিত্যে বর্তমান কাল পর্যন্তও ফেবেল্স লেখা হয়েছে এবং আঙ্গি ক হিসাবে তা আজও মূল্যবান ও বিশেষ মনযোগের দাবি রাখে।

এই হলো ফেবেল্স-এর ইতিবৃত্তের একটি দিক। এর অন্যদিক হলো, ফেবেল্স সম্পর্কে জার্মান-সাহিত্য ও জার্মান-সাহিত্য-ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি— যা এক অর্থে অনন্য ও এতাবৎকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে অপরিচিত। সেই প্রসঙ্গেই এখন যাওয়া যাক।

আগেই আমরা বলেছি, ফাবুলার অর্থ— কাহিনী। এবং গদ্য বা পদ্যে বলা এই কাহিনীর আগে বা পরে থাকে একটি নীতিকথা। আদিতে এ সাহিত্য ছিল লোকমুখে প্রচলিত সাহিত্য তথা শ্রুতিসাহিত্য। শিক্ষামূলক এই সাহিত্যে জীবজন্তু, পশুপাখি, কিংবা মানুষ তার/তাদের বিভিন্ন চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাহিনীতে ক্রিয়াশীল চরিত্রের রূপে আমাদের সামনে আসতো। কাহিনী বা গল্প সবসময়ই দ্বান্দ্বিক ও ডিড্যাক্টিক রীতিতে বলা হতো। ফর্মের দিক থেকে ফেবেল্ একটি ডেমনস্ট্রেটিভ ফর্ম। তার স্রষ্টা ঈশপের জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগে। তিনি সক্রেটিসের আগে জন্মেছিলেন। সক্রেটিসের সময়কাল হলো ৪৬৯-৩৯৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। কিন্তু যা পরে সক্রেটিসীয় চিন্তাপদ্ধতি হিসাবে

* Twenty three tales– Lev Tolstoy

** What is Art– Lev Tolstay

দেখা দিয়েছিল, সেই দ্বান্দ্বিক রীতি ঈশপের গল্পে বিদ্যমান। সে যা-ই হোক, এই যে গল্প-- যাকে আমরা ফেবেল্ নামে ডাকছি, জার্মান সাহিত্যের মতে তা এপিক সাহিত্যেব অন্তর্গত। (যা আমরা আগেই বলেছি)। কারণ, ফেবেল্— ন্যাবেটিভ বা কাহিনীমূলক সাহিত্যেব অন্তর্গত। রামায়ণ-মহাভারতও এপিক, কিন্তু গ্রোস-এপিক(Grossepik) বা 'বৃহৎ এপিক'। আর ফেবেল্স পড়ে ক্লাইন-এপিক (Kleinepik) বা 'ক্ষুদ্র এপিক'-এর মধ্যে। অর্থাৎ আদি সাহিত্য হিসাবে ফেবেল্স-এর একটি বিশেষ অবস্থান আছে। প্যারাবেল, ফেবেল্, রূপকথা, লোককথা, উপকথা, ছোট গল্প, বড় গল্প, ক্যালেণ্ডার গল্প, অ্যানেকডোট, কৌতুকী (Witz) এই সমস্ত আঙ্গিক জার্মান সাহিত্য বিচারকদের মতে 'Kleinepik' বা ক্ষুদ্র এপিকের মধ্যে পড়ে। কারণ এগুলি সবই ন্যারেটিভ বা কাহিনীমূলক সাহিত্য। মহাকাব্য, উপন্যাস, ইত্যাদিও কাহিনীমূলক— কিন্তু 'Grossepik'। ইংরাজি সাহিত্যের মত অনুসারে এপিকের যা ধর্ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি, 'Grondios' ও কালখণ্ডের মহৎ প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠার গুণ— সমস্তই গ্রোস-এপিকের সাধারণ ধর্ম; কিন্তু গ্রোস-এপিক ও ক্লাইন-এপিক— উভয়েরই সাধাবণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা ন্যারেটিভ। যা কিছু ন্যারেটিভ তা-ই এপিক— এই ছোট্ট কথাটিকে ঠিক মূল্য দিলে এই নতুন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যাবে যে, ফেবেল্-এর সঙ্গে— মহাকাব্য থেকে উপন্যাস, বড় গল্প, ছোট গল্প, রূপকথা— সবকিছুরই পারম্পর্যের-অর্থে একটা সম্পর্ক বা সম্বন্ধ আছে।[৫]

এখানে সংক্ষেপে হ'লেও বলা দরকার: এই প্রবন্ধে জার্মান সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এপিকের ধারণার যে আলোচনা আমরা করেছি, তার বিরুদ্ধে আমাদের ২০০ বছরের বেশি সময়কালের এই বিষয়ে শুধুমাত্র ইংরাজি সাহিত্যের ধারণায় অভ্যস্ত মন একান্ত মজ্জাগত অভ্যাসবশে বিদ্রোহ করতে পারে। তাই গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত 'এপিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ধারণা এবং ইংরাজি, ফরাসী, ও জার্মান ভাষায় 'এপিক' শব্দের অর্থের আলোচনা জরুরি মনে হচ্ছে। সেজন্য প্রথম ইটিমোলজি শব্দকোষে কী বলা হচ্ছে তা দেখা যাক। বলা হচ্ছে :

কথার অর্থ : alle erzahlenden literarischen Gattungen অর্থাৎ, all narrative literary forms

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত DUDEN— Deutsches Universalworterbuch অনুসারে 'এপিক/Epik' কথার অর্থ : literarische Gattung, die jede Art von Erzahlung in Versen oder Prosa মৎলব্, : literary form, any type of narrative in verse or prose

'এপিক' কথার বুৎপত্তিগত অর্থ ও সমস্ত আভিধানিক ধারণার মধ্যে যে প্রাথমিক সাধারণ ধারণাটি পাওয়া যাচ্ছে তা হলো : এপিক-এ কথার প্রাথমিক সামান্য অর্থ নিহিত আছে, অন্তত আমাদের মতে, সব মিলিয়ে স্টোরি, ন্যারেটিভ, টেল— এই শব্দগুলির মধ্যে; এবং সমস্ত এপিক মূলত কাহিনী— তা পদ্য বা গদ্য যে মাধ্যমেই বলা হোক না কেন, এইদিক দিয়ে বিচার করলে জার্মান সাহিত্যের বিচারধারাই এপিক-এর মর্মবস্তুর সবথেকে কাছে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে। পাঠক তথ্য ও যুক্তিধারা মানবেন, না নিজস্ব ভাবাবেগ অনুসারে চলবেন— তা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে আমরা যেহেতু ইংরাজ, ফরাসী, বা জার্মান নই— তাই কোনো ন্যাশনাল বা জাতীয় ভাবাবেগের বশ্যতা স্বীকার করার দায় আমাদের আছে ব'লে মনে হয় না। তাই আমার এপিক প্রসঙ্গে জার্মান সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ধারণাই যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ফেবেল্ ও রামায়ণ উভয়েরই সাধারণ ধর্ম এই যে, তারা কাহিনী বা আখ্যান। উপরন্তু ব্যাপ্তি ও কালখণ্ডের মহৎ প্রতিবিম্ব হওয়ার কারণে, রামায়ণ— গ্রোস-এপিক/Großepik এবং ফেবেল্ এই গুণ রহিত ব'লে ক্লাইন-এপিক/Kleinepik। বাংলায় আমরা বলতে পারি 'মহৎ আখ্যান' ও 'সামান্য আখ্যান'।

অধিকন্তু ন দোষায়ঃ। তাই এই বিষয়ে শেষে 'বোঝার উপর সামান্য শাকের আঁটি' রাখার ইচ্ছা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩৩৯ সালে প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' বইয়ের প্রথম খণ্ডে 'কাব্য' শব্দের অর্থ এইরূপ : ১. বর্ণন, বর্ণনীয়; ২. কবিকর্ম্ম, কবিকৃত গদ্যময় বা পদ্যময় সন্দর্ভ। মনে হয় 'বর্ণন বা বর্ণনা'ই 'কাব্য' শব্দের আদিরূপ। কাব্য বলতে আমরা বর্তমানে যে অর্থ করি অর্থাৎ লিরিক/কবিতা— তা কিন্তু পরে জন্ম নিয়েছে। বোঝার উপর এই শাকের আঁটিটুকু রেখে আমাদের বক্তব্য শেষ করলাম।*

টীকা : একটু ভেবে দেখা উচিত আমাদের ও পাশ্চাত্যের এপিক-এর ধারণা বা কনসেপ্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে কি না? আমাদের মনে হয়, এই ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ফরাসী ও ইংরাজেরা দেখেছেন যে, এপিক বস্তুত আখ্যান অর্থাৎ কাহিনী— কিন্তু তা পদ্য বা ভার্সে লিখিত। জার্মানেরা লক্ষ করেছেন— এপিক বস্তুত আখ্যান/কাহিনী, তা দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ যা-ই হোক এবং পদ্য বা গদ্য যে মাধ্যমেই রচিত হোক না কেন। (এপিকের grand ও heroic এই দু'টি বিশেষণ ইংরাজি ভাষায় মাত্র ১৭৩১ সালে recorded হয়েছে)। অন্যদিকে আমরা এপিক-মহাকাব্য বলতে ব্যাপ্তি ও কাব্য বুঝি। আখ্যানের ধারণাটি থাকলেও তা আমাদের মনের একটু পিছনে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছে— তা অস্বীকার করতে পারি না। আর কাব্য বলতে আমরা কি ভার্স বা পদ্যের বদলে আধুনিক লিরিক বা কবিতা বুঝছি? যদি তা বুঝি সেক্ষেত্রে বলতে হয়, 'কাব্য' শব্দেব আদি অর্থের বদলে অজ্ঞাতসারে নতুন ও আধুনিক

এখন পূর্বপ্রসঙ্গে ফেরা যাক। বলা হয়— ফেবেল্ বা ফাবুলার অপর এক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সমস্ত এপিক-সাহিত্যকেই একটি ফাবুলা বা ফেবেল্-এ গুটিয়ে ছোট ক'রে আনা যায়। এবং তা করা হ'লে সেই সাহিত্য তখন নিজেই একটি ফেবেল্ হয়ে পড়ে। আমাদের মহাভারতই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাভারতকে ফেবেল্-আকারে গুটিয়ে আনলে তা হয়তো এইরকম হবে—

> প্রাচীনকালে বিচিত্রবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড়। পাণ্ডু বয়সে ছোট। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ব'লে ক্ষীণজীবী পাণ্ডু রাজা হলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের জন্মের পর পাণ্ডু মারা গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডুর পাঁচ শিশুপুত্রের হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁরও শত পুত্র হলো। তারা হলো কৌরব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ইচ্ছা— তারা রাজত্ব পাবে বা নেবে, পাণ্ডুপুত্রেরা কিছুই পাবে না। আশৈশব এই কুরু-পাণ্ডব দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিবাহিত হলো। শেষে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ হলো। নানা দেশের রাজারা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধ-শেষে কৌরবপক্ষ পরাজিত হলো, পাণ্ডবরা বিজয়ী হলো। ধর্ম জয়ী হলো, অধর্ম পরাজিত।

এই হলো মহাভারতের মোটামুটি ফেবেল্-রূপ। বোঝা গেল এপিক-আঙ্গিককে ফেবেল্-এ গুটিয়ে আনা, ফেবেল্-রূপে বলা সম্ভব।

এবারে আদি সাহিত্য ফেবেল্স-এর বিশিষ্ট বা টিপিক্যাল চেহারাটি আমরা আর একটু কাছ থেকে দেখবো— সেজন্য দু'টি গল্প এখানে উদ্ধৃত করা যাক। প্রথম কাহিনীটি

ধারণা এসে পড়ায় বাংলাভাষায় সাধারণ্যের মধ্যে এপিক সম্পর্কে ধারণা একপেশে হয়ে পড়েছে— যা পাশ্চাত্যে কোনো মতেই ঘটেনি।

রামায়ণ বা মহাভারতকে 'মহাকাব্য' বলার কারণ, যে সময়ে এগুলো রচিত হয়েছিল, সেই সময়ের দ্বারা নির্ধারিত। তখন 'কাব্য' ছিল সমগ্র সাহিত্যের জন্য প্রযুক্ত বিশেষণ। (এই ধারণা জার্মানিতে আজও প্রবন্ধ ছাড়া সমস্ত সাহিত্যকর্মের জন্যই প্রযুক্ত হয়)। 'মহাকাব্য' বস্তুত 'কাব্যবিশেষ [*সর্গবন্ধরূপ অষ্টাধিক সর্গক কাব্যবিশেষ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ)*] ছাড়া অন্য অভিধার অধিকারী ছিল না। আর 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ ছিল : (...একায়তন বিদ্যাস্থান) কাব্য বা পদ্যগদ্যময় সন্দর্ভ-রঘু-ভট্টিকদম্বরী-প্রভৃতি। (*হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ*)। সাদা অর্থে প্রাচীনকালে সমস্ত সাহিত্যকর্মই 'কাব্য' বিশেষণে ভূষিত হতো। সুতরাং 'মহাকাব্য' বস্তুত পদ্যে (গদ্যে— সংস্কৃত ও জার্মান ধারণা অনুযায়ী) রচিত 'মহৎ আখ্যান'। এইটিই এপিক সম্পর্কে যথার্থ ধারণা এবং পাশ্চাত্যেরও ধারণা। এর সঙ্গে আধুনিক ও আমাদের চলতি কাব্যের ধারণার কোনো যোগ নেই। পণ্ডিতজন নীরব আছেন ব'লে অনেকটা "নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে" হয়ে এই কথাগুলি বলতে বাধ্য হলাম।

ফ্যাদ্রুসের লেখা। আমরা বলেছি ঈশপের মতো তিনিও ছিলেন দাস। পরে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। ফ্যাদ্রুসেব কাহিনী—

নেকড়ে ও ভেড়া

তৃষ্ণার তাড়ায় একদিন একটি নেকড়ে ও এক ভেড়া একই স্রোতস্বিনীর পাড়ে এসেছিল। নেকড়ে ছিল উপরের দিকে আর অনেক নিচের দিকে ছিল ভেড়া। ভেড়াকে খাবার লোভ শীঘ্র নেকড়ের মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাই সে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধালো— "তুই আমার খাবার জল নোংরা করছিস।" ভয়ে কেঁপে উঠে ভেড়ার ছোট্ট ছানা ব'লে উঠলো— "না নেকড়েমশাই, আমি কেমন ক'রে আপনার জল নোংরা করবো? জল তো প্রথমে উপরে আপনার কাছ হয়ে তারপর আমার কাছে আসছে।" যুক্তির জোর ছিল নেকড়ের পক্ষেও বড্ড বেশি। তাই তখন সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো— "ছ'মাস আগে তুই আমায় গালি দিয়েছিলিস!" ভেড়ার ছানা বললো— "তখন তো আমি জন্মাইনি নেকড়েমশাই।" —"তবে ও ছিল তোর বাবা! আথেনার দিব্য!" চেঁচিয়ে উঠলো নেকড়ে; এবং পরক্ষণে ন্যায় ও যুক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট ভেড়ার দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললো।

এই ফেবেল্স তাদের জন্য লেখা,
যারা নিরপরাধের উপর মিথ্যা দোষারোপ ক'রে শেষে তাকে ধ্বংস করতে চায়।

এই ছোট্ট ফেবেল্‌টিতে নাট্যগুণ বা নাটকীয় উপাদানের উপস্থিতি পাঠকের নজর এড়ায় না। এছাড়া ভেড়া ও নেকড়ের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি ক'রে গল্পে যে টেনশন বা স্পানুঙ (Spannung) তৈরি হয়েছে— তা সমস্ত এপিক-সাহিত্যেরই অন্যতম উপাদান ও বৈশিষ্ট্য। আধুনিক সাহিত্যের পক্ষেও এই গুণগুলি অপরিহার্য।

যা-ই হোক, ফ্যাদ্রুসের এই রচনাটি পড়ার পর মনে হয় না কি— এই নেকড়ে যেন আমাদের বড় চেনা? তার আধুনিক নাম আপনারাও হয়তো জানেন। এর পরের ফেবেল্‌টি অ্যারভিন স্ট্রিটমার্টার (১৯১২-১৯১৪) রচিত। তাঁর কলমেই পূর্ব-জার্মান-সাহিত্যে তথা G.D.R. Literature-এর প্রথম উপন্যাসটি রচিত হয়। নাম— 'ওলে বীনকপ' (১৯৬৩)। তাঁর লেখা ফেবেল্‌টি—

সূর্যের আলোয় সব ভাসছে? কই?
বাদলায় চারদিক থৈ থৈ

ঠিক হলো এবার থেকে ছোট্ট পশুরা ইশকুলে পড়তে যাবে। আর ঠিক করা হলো যে, দাঁড়কাক হবে 'সমাজবিজ্ঞান' আর 'দেশকে জানো' বিষয়ের মাস্টারমশাই। দাঁড়কাক বই হাতে ছোটদের পড়িয়ে গেল — সূর্যালোকিত দুনিয়ায় সবকিছু কীরকম যথাযথ। তাব দেখানো ছবিতে কালো বা মন্দ কোনোকিছুর চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

সেই সময় এক ছোট্ট ইঁদুর ক্লাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব'লে উঠলো — পণ্ডিতমশাই বৃষ্টি পড়ছে, বাদলায় চারদিক থৈ থৈ।

তখন পণ্ডিতমশাই তাঁর বই-এর দিকে তাকালেন, তারপর ঘাড় নাড়িয়ে বললেন— নাঃ, এখানে বৃষ্টির কোনো কথাই নেই।

—কিন্তু সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে! আবার চেঁচিয়ে উঠলো সেই ছোট্ট ইঁদুর।

পণ্ডিতমশাই তার খাতা টেনে নিয়ে তাতে একটা 'ঙ' বসিয়ে দিলেন। তারপর 'কা কা' ক'রে ব'লে দিলেন যে, ক্লাশ চলার সময় জানালা দিয়ে বাইরে দেখলে এমনটাই ঘটবে।

এখন, নানান সময়ে পড়া ঈশপের কাহিনী ও আমাদের হাতের কাছের এই ফেবেল্‌সগুলিকে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখলে এই আঙ্গিকের আদলটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। যেমন, সব ফেবেলস্‌-এর শুরুতেই থাকে একটি সিচুয়েশন বা পটভূমি। তারপর আসে থিসিস ও অ্যান্টিথিসিস নিয়ে ঘটনা। যেমন ভেড়ার বিপরীতে নেকড়ে বা কাকের বিপরীতে ইঁদুর। তারপর পরিণতি বা সিন্থেসিস; এবং পরিশেষে শিক্ষা বা মরাল। অর্থাৎ :

পটভূমি— ঘটনা— পরিণতি— নীতি

এই হলো মোটামুটি ফেবেল্‌-এর কায়া বা আদল। এবং আমরা দেখেছি, আমাদের এপিক মহাভারতকেও এই আদলের মধ্যে ধরানো যায়। এদিক থেকে দেখলে ফেবেল্‌ এক অর্থে এক অপূর্ব আঙ্গিক। প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক আর্ণল্ড ৎসোয়াইগ-এর মতে, "এপিক-শিল্পে ফেবেল্‌ ততটাই জরুরি, যতটা জরুরি মাছের পক্ষে তার দেহের আদি ও মধ্যভাগ; যেমন পাতার পক্ষে তার জালিকাতন্ত্র।"

এখন শুধুমাত্র ঈশপ ও তাঁর ফেবেল্‌ সম্পর্কে আর কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যাক। কেননা, সেটুকু না হ'লে পাশ্চাত্য ফেবেল্‌স-এর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

ঈশপ ছিলেন দাস, ফেবেল্‌স-স্রষ্টা, ও কবি— বস্তুত, ফেবেল্‌-এর জনক হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত। ফেবেল্‌-এর আড়ালে থেকে তিনি তাঁর প্রভু ও প্রভুদের সমাজ ও তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন[৫]। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা ফেবেল্‌-এর বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই আঙ্গিকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে। *ফেবেল্‌ আসলে রূপকের ঘোমটায় ঢাকা সত্য।*

ফেবেল্‌-এ পশুপাখি, ফুল, লতাপাতার আড়ালে মানুষই নানান চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসে কথা ব'লে যায়— কারণ দাসপ্রভুদের সমাজে সরাসরি বহু কথা বলা ছিল অসম্ভব এবং অবাস্তবোচিত। সাধারণভাবে বলা যায়— ফেবেল্‌ বা নীতিগল্প অবগুণ্ঠনে ঢাকা সত্য। **ঈশপের সময়ে ও তার পরের ফেবেল্‌-স্রষ্টাদের সময়েও মনীষা ও মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। এই কারণে রূপকের আশ্রয় নিয়ে ফেবেল্‌-এর জন্ম হলো। মূলত যখনই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে তখনই ফেবেল্‌স রচিত হয়েছে এবং নিপীড়িত শ্রেণী-সমূহের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে।**[৬] থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব ফেবেল্‌-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তা আমরা আগেই বলেছি। রূপকের অসামান্য শক্তিকেও ফেবেল্‌ মেলে ধরে। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ঈশপের এইসব রচনা দাস-সমাজব্যবস্থার মধ্যে দাসেদের বেঁচে থাকতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করতো— শিক্ষা দিয়ে তাদের মনের চোখ খুলে দিতো। **সেই সময়, ঈশপের রচনা ছিল স্পষ্টতই ছোটদের জন্য নয়। বড়দের জন্য রচিত সাহিত্য।** তাঁর বলা ফেবেল্‌স মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছিল। ঈশপের মৃত্যুর বহু বছর পর সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। ঈশপের অন্যতম গুণগ্রাহী ছিলেন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঈশপের ফেবেল্‌ দর্শনচিন্তাকেও খেলিয়ে রসশিল্প ক'রে বলার মাধ্যম হ'তে পারে।* এবং সেক্ষেত্রে তা দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারবে। তবে সবশেষে এ কথাটাও বলা ভালো যে, ঈশপের অস্তিত্বের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্তও পাওয়া যায়নি। তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে সাধারণ মানুষের মনোভূমিতে।

এবারে বাংলা সাহিত্যে ফেবেল্‌-এর ইতিহাস সম্পর্কে অল্প কয়েকটি কথা। বাংলা সাহিত্যে ফেবেল্‌-এর ইতিহাস ক্ষুদ্র হ'লেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা' (১৮৫৬ সন) বাংলায় ফেবেল্‌-এর আসনকে সমাদৃত ও স্থায়ী ক'রে গেছে। তৎকালীন শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষ উইলিয়ম গর্ডন ইয়াঙ-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর ঈশপের মোট ৭৪টি গল্প অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। তাঁর এই সাহিত্যপ্রয়াস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরনের কাজের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর— "প্রচলিত

* The trial and death of Socrates from Plato's PHÆDO

ফোর্ট-উইলিয়মি পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডৌল যে গদ্যরীতি চালাইয়া দিলেন, তাহা সাহিত্যের ও সংসারকার্যের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইল।''*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা গদ্যরীতির বিকাশের ক্ষেত্রে 'কথামালা'র অবদান আছে; এবং সেই অর্থে ফেবল্স-সাহিত্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। ভাষাসাহিত্যের বিকাশে সব দেশের মতোই বাংলা সাহিত্যেও ফেবেল্স ও তার পড়শী সাহিত্য-আঙ্গিক একটি ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যাসাগরের পর বাংলাদেশে ফেবেল্স অনুবাদে আরও দু'জনের কৃতিত্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' বা 'বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ'-এর সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অনুবাদিত ফেবেল্স-এর কয়েকটি 'নীতিগর্ভ কাব্য' শিরোনামে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণের (১৮৬৬) শেষভাগে যুক্ত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দেশে জঁ দ্য লা ফঁতেনের পদ্যে-লিখিত ফেবেল্স-এর সামান্য পরিবর্তিত প্রথম অনুবাদ। এর মধ্যে 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' (Le Chêne et le Roseau) আজও জনপ্রিয়। 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কিন্তু জাতি বিচারে ফেবেল্। লিরিক তথা কবিতা নয়।

এরপর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এদেশে রুশ দেশীয় ক্রিলোফের গল্পগুলি বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় খণ্ডে লিখছেনঃ রুশ লেখক নিকোলাই আইভ্যানোভিচ্ ক্রীলফ (Krylov/Krilof, Nikolai Ivanovichà; ১৭৬৮/৬৯-১৮৪৪) বহু নীতিগল্প লিখিয়াছিলেন। সেই গল্পগুলি রুশভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া পাদ্রি জেম্স লঙ মধুসূদনকে দিয়াছিলেন বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিতে। মধুসূদনের বাঙ্গালা রূপান্তর 'ক্রীলফের নীতিগল্প' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৭০ অব্দের শরৎকালে। বইটিতে লঙের লেখা ইংরেজীতে একটি ছোট মন্তব্য আছে। মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। এখানে যথাযথ অনুবাদ দেওয়া গেল—

> রাশিয়ায় ক্রীলফের গল্প গ্রীসদেশে ঈশপের গল্পের মতোই জনপ্রিয় ছিল। এই গল্পগুলি তীক্ষ্ণ সরসতার দরুণ হাজার হাজার মানুষকে কেবল মুগ্ধই করে নাই উপরন্তু রাশিয়ায় সামাজিক দোষত্রুটির নিরাকরণ করিতে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্রাট নিকোলাস প্রচণ্ড শাস্তিবিধান করিয়া যাহা দূর করিতে পারেন নাই তাহা উপদেশের মধ্য দিয়া এই গল্পগুলি সাধন করিয়াছিল। সব দেশে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এমন দোষত্রুটি সবই এই গল্পগুলি প্রকট করিয়াছে। সেই কারণে এইগুলি ভারতবর্ষের লোকের কাছেও বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে।
>
> কলিকাতা
>
> অগাস্ট ১৮৭০

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'সীতার বনবাস', ও 'কথামালা' প্রসঙ্গে ড. সেন উক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: সুকুমার সেন, পৃ. ৪৫-৪৬)

এরপর এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেন আর বলছেনঃ মধুসূদনের (এই বিষয়ে) একটু ভূমিকা আছে। তাহার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> ফরাশী এবং জরমান ভাষাতে ক্রীলফের নীতিগল্প অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত উহা ইংরাজী ভাষার মনোহর পরিচ্ছেদে পরিহিত হয় নাই। সম্প্রতি দেশহিতৈষি মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড জেম্স লং সাহেব উহার কয়েকটি গল্প মনোনীত করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। রুষিয়ার সামাজিক দোষ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এতদ্দেশের প্রধান প্রধান ভাষায় ঐ ইংরাজী অনুবাদ অনুবাদিত হয়, ইহা সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা। সম্প্রতি অনুবাদক সমাজ এবং স্কুলবুক সোসাইটীর আদেশানুসারে আমি উহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। কথাচ্ছলে ধর্ম্ম-নীতি শিখাইবার নিমিত্ত, এই গ্রন্থ উত্তম। সংস্কৃত ভাষায় যেমন হিতোপদেশ, পারস্য ভাষায় যেরূপ গোলস্তাঁ, রুষিয়া ভাষায় তেমনি ক্রীলফের নীতিগল্প, এই নীতিগল্প অনুবাদ করিয়া আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, রুষিয়ার সাধারণ লোকদের যেরূপ উহা কণ্ঠস্থ, তত্রত্য কারখানায় শ্রমোপজীবী লোকদিগের নিকট যেরূপ উহা সমাদৃত, উহাতে যেরূপ রুষিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছে, আমার বঙ্গভাষানুবাদে তাহার যদি শতাংশের একাংশও হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।
>
> মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
> সন ১২৭৭ সালশ্রী
> ২০শে শ্রাবণ

ফেবেল্ রচনা ও অনুবাদের বাস্তব প্রয়োজনবাদী দিকটি এখানে বিধৃত হলো।[৪]

ক্রিলোফের গল্পের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদের কয়েকটি ড. সুকুমার সেন তাঁর এই বইয়ে সংযোজিত করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে দু'টি অনুবাদ আমরা এখানে পরিশিষ্ট অংশে প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করলাম। ভাষা প্রাচীন হ'লেও রচনা দু'টি অত্যন্ত রসগ্রাহী।

১৮০৩ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর সহকারী তারিণীচরণ মিত্র ঈশপীয় ফেবেল্স-এর ছ'টি বাংলা অনুবাদ (রোমান হরফে) প্রকাশ ক'রে ফেবেল্স চর্চার যে সূচনা করেছিলেন, তার প্রথম পর্ব এইভাবে ১৮৭০ সন নাগাদ শেষ হয়। এই ইতিহাসটুকু দেখলে দেখা যাবে জার্মান সাহিত্যে ফেবেল্ আঙ্গিকটি যেমন বর্ণে গন্ধে ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, আমাদের সাহিত্যে তা হয়নি। কিন্তু তার প্রারম্ভিক আয়োজন লক্ষ করা যায়। তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে বিবৃত হলো।

এবারে ফেবেল্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও সমধর্মী Kleinepik বা 'ক্ষুদ্র এপিক'-এর আর একটি আঙ্গিক 'ক্যালেণ্ডার গল্প' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। আঙ্গিকের দিক থেকে এটিও ক্লাইনএপিক বা ক্ষুদ্র-এপিকের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে ক্যালেণ্ডার গল্প প্রায় অপরিচিত একটি আঙ্গিক। সচেতনভাবে এর চর্চা আগে হয়নি। জার্মানিতে ষোড়শ শতাব্দীতে ছাপাখানায় ক্যালেণ্ডার মুদ্রিত হওয়ার সময় থেকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনোজ্ঞ ও শিক্ষামূলক এই আঙ্গিকের আবির্ভাব।

প্রথমদিকে তা শুধু ক্যালেণ্ডারেই ছাপা হতো। যদিও ক্যালেণ্ডাবে ছাপা হলেই যে তাকে ক্যালেণ্ডাব গল্প বলা হবে, তা নয়। ঊনবিংশ শতক হ'তে এই গল্প ক্যালেণ্ডাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আঙ্গিক অটুট রেখে বই-এর পাতায প্রকাশিত হয়ে এসেছে। জার্মানিতে ক্যালেণ্ডাব গল্প লিখেছেন গ্রিমেল্‌স্‌হাউজেন, যোহান পেটার হেবেল, অস্কাব মাবিয়া গ্রাফ, শ্রিটমাটার, ব্রেখ্‌ট এবং আরও কিছু সাহিত্যিক। এঁদের সম্পূর্ণ সংগ্রহের মাঝে ব্রেখ্‌টেব একটি বিশেষ স্থান আছে। ক্যালেণ্ডার গল্পে তাঁর সৃষ্ট চবিত্র 'হ্যাব কয়নার' তীক্ষ্ণ, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী এক মানুষ; ডায়লেক্টিক্স অনুসারী চরিত্র; এক আধুনিক ঈশপ। দক্ষিণ জার্মানিতে 'কয়নার' (Keuner) শব্দের উচ্চারণ 'কাইনাব' (Keiner) অর্থাৎ 'নো বডি', বাংলায় যাকে আমরা বলি 'কেউ না'। এই 'কয়নার' বা কেউ না'কে নিয়ে রচিত ব্রেখ্‌টের ছোট গদ্যরচনা— ক্যালেণ্ডারগল্পগুলি অংশত কাহিনীমূলক এবং অংশত ফিলসফিক্যাল বা দার্শনিক ভাবনা মূলক। এই দার্শনিক ভাবনা সরাসরি ব্রেখ্‌টেবই নিজস্ব দার্শনিক ভাবনা। তিরিশ বছবের বেশি সময়কাল ধ'রে; ১৯২৬ সন থেকে ১৯৫৬ সনে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ব্রেখ্‌ট এই ছোট গদ্যরচনাগুলি অংশে অংশে লিখে ও প্রকাশ ক'রে গেছেন। তাঁর জীবনকালে এই রচনাগুলির কোনো সংকলন প্রকাশিত হযনি। তাঁর অন্য রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঊনচল্লিশটি কয়নাবেব গল্প ১৯৪৮ সনে 'Kalendergeschichten' অর্থাৎ 'ক্যালেণ্ডার গল্পমালা' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। ব্যার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট'র মৃত্যুর পর মোট ৮৭টি কযনাবের গল্প তাঁব রচনাবলীব অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকশিত হয়েছিল। তার থেকে মোট ৪১টি গল্পের অনুবাদ আমবা এখানে প্রকাশ করলাম। বাকি গল্পের অনুবাদ না করার কাবণ স্রেফ এই যে সেগুলি অমিল অর্থাৎ বাজারে মেলে না।

ব্যার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট তাঁর নাটকের মতোই ছোট গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও একটা আদর্শ বা Prosa Modell খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন। যার মধ্যে দিয়ে আজকের আধুনিকে তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক সামাজিক পটভূমিতে একটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, সুনির্দিষ্ট আচরণ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার যে সমস্যা প্রতিদিন আমাদের সামনে আসছে তার মার্ক্সীয় চিন্তা পদ্ধতি অনুসৃত একটা সমাধান তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এছিল তাঁর একটি প্রয়াস, একটি উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়াস। ব্যার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট— কয়নারকে ভাবুক চিন্তাবিদ 'den Denkenden' ব'লে চিহ্নিত করেছেন। লোকটিকে একটি প্লটে ফেলে তার মাঝে তাকে ক্রিয়া করতে দিয়েছেন, যেখানে বিশেষ একটি পবিস্থিতিতে ক্রিয়া করতে গিয়ে আমাদের অপরিচিত পদ্ধতিতে একাধিক সম্ভাবনার মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে। নিচের গল্পটি এর উদাহরণ ·

কয়নারকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "কাউকে ভালোবাসলে আপনি কী করবেন?" কয়নার উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তার একটি স্কেচ আঁকবো, আর চেষ্টা

করবো একটি অপরটির সাথে যাতে মেলে।" —"মানে, মানুষটির সাথে স্কেচটি?" —"না," কয়নার উত্তর দিয়েছিলেনঃ "স্কেচটির সঙ্গে মানুষটি।"

ব্যক্তি কয়নার একজন শিক্ষকও। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেন আধুনিক ঈশপের মতো। ব্যার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট সৃষ্ট চরিত্র কয়নার ব্রেখ্‌টের বিহেভিয়ারিজম ও মার্ক্সীয় তত্ত্বের উপলব্ধি প্রসূত। নিছক গল্প হিসাবে কয়নারের গল্প পড়লে তা অসম্পূর্ণ, মামুলি, ও বিনোদন হ'তে বাধ্য। (একথা ফেবেল্‌স পাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। কয়নারের গল্প মূল্যবান হয়ে উঠবে তখনই যখন পাঠক তাকে একই সঙ্গে দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধ রচনা বা টেক্সট ও হিসাবে পড়বেন ও তাকে চলমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দার্শনিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিচার করবেন এবং তাকে আগামী যুগের অনেক এপিক রচনার মডেল টেক্সট হিসাবে দেখবেন। কয়নারের গল্পের ঠিক মূল্য দিতে পারা যাবে তখন, যখন এইসব ক্যালেণ্ডার গল্পে আমরা তাঁকে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে **ক্রিয়াশীল দার্শনিক** হিসাবে দেখবো; নিছক ভাবুক বা চিন্তাবিদ হিসাবে নয়। কারণ কয়নারের পয়েণ্ট অফ ফোকাস চিরাচরিতের থেকে আলাদা, আর বর্তমানের খ্যাত-অখ্যাত ভাবুকদের থেকেও আলাদা। তাঁর পয়েন্ট অফ ফোকাস সম্পর্কে ১৮৪৫ সালের বসন্তে 'থিসিস অন ফয়ারবাখ' নামের রচনায় বলা হয়েছিল : The philosophers have only interpreted the world in verious ways, the point, however, is to change it.

সেই উদ্দেশ্যেই এই ফেবেল্‌স এবং ক্যালেণ্ডার গল্পগুলি বেছে নেওয়া।

আশা করি ফেবেল্‌স ও ক্যালেণ্ডার গল্পের এই চয়নিকা বাংলাভাষী পাঠকদের আনন্দ দেবে, ও তাদের মধ্যে এই আঙ্গিকগুলি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এই আশা পূর্ণ হ'লেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

এই চয়নিকার অনুবাদ পরিমার্জনার বিষয়ে আমি হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ রায়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। প্রকাশনার বিষয়ে বন্ধুবর শ্রী সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরির কাছেও আমার ঋণ অনেক। ভাবগত জীবনে সব ঋণ কেউ শোধ করতে পারেন না। তাই কৃতজ্ঞ চিত্তে সবার কাছেই সমস্ত ঋণ স্বীকার ক'রে গেলাম।

মার্টিন লুথার
জন্ম: ১৪৮৩, আইসলেবেন
মৃত্যু: ১৫৪৬, ঐ

এক গল্প অন্য রূপে

সিংহ, শেয়াল, আর গাধা একসঙ্গে বনে শিকার করতে গিয়ে একটি বড় হরিণ মারলো। সিংহ তারপর শিকার ভাগ করতে বললো গাধাকে। গাধা সেটা তিনভাগে ভাগ করাতে সিংহ ক্রুদ্ধ হয়ে গাধার ধড় থেকে তার মুণ্ড আলাদা ক'রে দিলো। রক্তের স্রোতের মধ্যে গাধা স্থির হয়ে প'ড়ে রইলো। সিংহ তখন শেয়ালকে শিকার ভাগ করতে বললো। শেয়াল তিনটি ভাগকে একত্র ক'রে সবটুকু সিংহের সামনে রাখলো। সিংহ তখন হাসতে হাসতে বললো, "এমন ভাগ করার শিক্ষা তোমাকে কে দিলো?" গাধাকে দেখিয়ে শেয়াল বললো, "ওই যে আমার ডক্টরেট পাওয়া অধ্যাপক বন্ধু লাল জমির উপর প'ড়ে আছেন।"

এই ফেবেল্ দু'টি শিক্ষা দেয়,
এক— রাজা বা বড় লোকেরা সুবিধা পেতে চায়; আর রাজার সাথে ভাগ ক'রে নিয়ে খাওয়া যায় না
দুই— সে-ই জ্ঞানী, অন্যকে দেখে যে শেখে আর নিজেকে বিকশিত করে

Die selbige fabel auff ein ander weise

কুকুর ও ভেড়ার গল্প

এক কুকুর এক ভেড়াকে আদালতে এনে হাজির করলো। ভেড়াকে অভিযুক্ত ক'রে কুকুর তার কাছ থেকে রুটির একটা টুকরো ফেরৎ চাইলো যেটা সে তাকে ধার দেবে ব'লে ভেবেছিল। ভেড়া অভিযোগ অস্বীকার করলে কুকুর তার সাক্ষীদের তলব করলো। সাক্ষ্য শুনতে সকলে বাধ্য।
প্রথম সাক্ষী নেকড়ে। সে বললো, "আমি জানি, কুকুর— ভেড়াকে রুটি ধার দিয়েছে।" দ্বিতীয় দাঁড়কাক বললো, "আমি তখন সেখানে ছিলাম।" তারপব শকুন ভেড়াকে বললো, "আচ্ছা, এমন নির্জলা মিথ্যা ব'লে সত্য অস্বীকার করার সাহস তোমার হয় কী ক'রে?" সুতরাং ভেড়া মামলা হারলো। আর ক্ষতিপূরণের জন্য তার গায়ের লোম অসময়েই সে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হলো, সেই রুটির দাম দিতে, যার জন্য সে কোথাও কারুর কাছেই ঋণী ছিল না।

খারাপ প্রতিবেশীর থেকে সাবধানে থেকো

Vom Hunde und Schaf

মোরগ আর মুক্তার গল্প

এক মোরগ গোবরগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি দুর্লভ মুক্তো পেয়ে গেল। মুক্তোকে গোবরের মধ্যে প'ড়ে থাকতে দেখে সে বললো, "সুন্দর মণি, কী দুরবস্থা তোমার! যদি কোনো

ব্যবসায়ী তোমায় দেখতে পেতো, তাহলে কত খুশি হতো, আর তুমিও মস্ত সম্মান পেতে! কিন্তু আমাব তোমাতে অথবা তোমার আমাকে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি মুক্তোর চেয়ে কেঁচো কিংবা শস্যের দানাই সবসময় বেশি পছন্দ করবো। তাই তুমি যেখানে আছো সেখানেই প'ড়ে থাকো।''

এই ফেবেল্ শিক্ষা দেয় যে, বই— চাষাভুষো আর স্থূল লোকেদের কাছে মূল্যহীন।
কিন্তু কথায় আছে, খাদ্যের পরে পরেই শিল্পও আসে।
এই সাবধানবাণী মনে রেখো যে, শিল্পকে অবহেলা করা উচিত নয়।

Vom Han und Perlen

ব্যাঙ আর ইঁদুরের গল্প

এক ছোট্ট ইঁদুরের জলেব বুকে বেড়ানোর ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সে তো সাঁতাব জানে না, তাই সে ব্যাঙের কাছে পরামর্শ আর সাহায্য চাইলো। ব্যাঙটি ছিল ভারী ধুরন্ধর। ইঁদুরকে সে বললো, ''তোমার চারটে পা আমাব চার পায়ের সাথে বাঁধো, তাবপর আমি জলের বুকে সাঁতার দিয়ে তোমাকে ওপারে নিয়ে যাবো।'' কিন্তু একটু বেশি জলে এসেই ব্যাঙ জলের নিচে ডুবলো যাতে ইঁদুর জলে ডুবে মারা যায়। ইঁদুব নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো, আর ঠিক তখনই উড়ে এলো এক চিল। সে নখে ক'রে ইঁদুর আর ব্যাঙকে একসাথে ধ'রে উড়ে গেল, আর দু'জনকেই চিরে খেয়ে ফেললো।

কার সাথে কারবার করছো খেয়াল কোরো।
দুনিয়াতে মিথ্যা আছে, সততার অভাব আছে, লোকে অন্যকে বিপদে ফ্যালে,
কিন্তু অসততা নিজের কর্তাকেও ছেড়ে কথা বলে না— যেমনটি ব্যাঙের ক্ষেত্রে ঘটলো।

Vom Forsch und der Maus

রাজার সঙ্গে একপাত্রে আহার করা চলে না
বা
রাজার সঙ্গে ভাগ ক'রে খেতে যেও না

ষাঁড় ছাগল ও ভেড়া— সিংহের সঙ্গে বনে শিকারে গেল। একটি হরিণ মেরে তারা সেটিকে চার ভাগে ভাগ করলো। সিংহ তখন বললো, ''শিকারীদেব অন্যতম ব'লে প্রথম ভাগটা আমার। দ্বিতীয় ভাগটাও আমার, কারণ আমি বনের পশুদের রাজা। তৃতীয় ভাগটা তো অবশ্যই আমার পাওনা, কারণ আমি তোমাদের থেকে বেশি শক্তিশালী আর হরিণকে মারতে দৌড়েছি বেশি। আর চতুর্থ অংশটা যে নিতে চায়, তাকে তো আমাকে হারিয়ে ওটা নিতে হবে।''

অন্যেরা বুঝলো যে, সিংহের বিরুদ্ধে তারা অসহায়। এবং তাদের প্রাপ্তিযোগ শূন্য।

Mit Herren ist nicht gut Kirschen essen

গটহোল্ড এফ্রাইম লেসিং

জন্ম: ১৭২৯, কামেন্‌ৎস

মৃত্যু: ১৭৮১, ব্রাউনশোযাইগ

ঈশপ ও গাধা

ঈশপের উদ্দেশে গাধা বললো, "তুমি যদি আমায় নিয়ে আবার কিছু লেখো, তাহলে আমাকে বেশ অর্থপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত কিছু বলতে দিও।"

"তুমি আর বুদ্ধির দীপ্তি!" ঈশপ বললেন। —"এই উপহারটি কী ক'রে তোমাকে দেবো বলো তো? তাহলে কি লোকে বলবে না যে, তুমি নীতিশিক্ষক আর আমি একটা গাধা?"

Asopus und der Esel

সিংহ ও গাধা

ঈশপের গল্পের সিংহ- গাধাকে নিয়ে বনের পথে হাঁটছিল; কারণ গাধা তার বিকট আওয়াজে সিংহকে জন্তু তাড়াতে সাহায্য করতো। তখন এক নাকউঁচু কাক গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, "কী অপূর্ব জুটি! একটা গাধার সঙ্গে যেতে তোমার লজ্জা হয় না?"

"যাকে আমি ব্যবহার করি, তাকে পাশে থাকতে অনুমতি দিই," বললো সিংহ।

ছোট মাপের কাউকে যখন পাশে নিয়ে চলেন,
সব বড় মাপের মানুষরা তখন এইভাবেই ভাবেন।

Der Lowe und der Esel
Phaedus lib I Fab. 11

গাধা ও নেকড়ে

গাধার সঙ্গে একদিন এক ক্ষুধার্ত নেকড়ের দেখা। "আমাকে দয়া করো", ভয়ে কেঁপে নেকড়েকে বললো গাধা, "আমি দুস্থ পশু। দ্যাখো আমার পায়ে কেমন কাঁটা ফুটেছে!"

"সত্যিই তোর কষ্ট দেখে আমার মন ব্যথায় টনটন ক'রে উঠছে। তোকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে আমি বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ।"

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই গাধার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

Der Esel und der Wolf

নেকড়ে ও ভেড়ারা

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নদীতীবে এসেছিল ভেড়া। একই কারণে নদীর অপর তীরে হাজির এক নেকড়ে। নদীর চওড়া জলধারা দেখে নিজেকে নিরাপদ বুঝে ভেড়া বিদ্রূপ ক'রে নেকড়েকে চেঁচিয়ে বললো, "আমি আপনার খাবার জল ঘোলা করছি না তো নেকড়ে মশাই? একটু ভালো ক'রে দেখুন আমাকে। দু'সপ্তাহ আগে আমি আপনাকে গালি দিইনি তো? কিংবা আমার বাবা হয়তো দিয়েছিলেন!"

নেকড়ে ভেড়ার বিদ্রূপ বুঝলো। মনে মনে নদীর বিস্তৃতি জরিপ ক'রে সে দাঁতে দাঁত ঘষলো। তারপর বললো, "তোর সৌভাগ্য যে আমরা নেকড়েরা তোদের ভেড়াদের বিষয়ে ধৈর্য্য ধরতে জানি।" —এই ব'লে গর্বিত পদক্ষেপে নেকড়ে চ'লে গেল।

Wolf und Schaf

গাধার সাথে সিংহ

ঈশপের গল্পের সিংহের সাথে পথ চলতে চলতে (কারণ গাধাকে শিকারের ভেঁপু হিসাবে সিংহ ব্যবহার করতো) এক পরিচিত গর্দভের সঙ্গে দেখা হলো এই গাধার।

—"সুপ্রভাত ভাই!" পড়শী গাধা হেঁকে বললো।

—"বেয়াদপ!" উত্তর দিলো প্রথম গাধা।

—"কেন?" অন্য গাধা বললো, "সিংহের সাথে চলেছো ব'লে তুমি কি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? একটা গাধা ছাড়া আর কিছু?"

Der Esel mit dem Lowen
Phaedus lib. I. Fab. 11

চড়ুই

সে এক প্রাচীন গীর্জা। তাতে বাসা বেঁধেছিল অসংখ্য চড়ুই। একদিন সংস্কার শুরু হলো সে গীর্জার। নবরূপে গীর্জা সেজে ওঠার পর চড়ুইরা আবার ফিরে এলো তাদের পুরোনো বাসায়। এসে দেখলো তাদের সব বাসা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাগে চড়ুইরা ফেটে পড়লো। —"কী জন্য এই বিশাল সৌধ? চলো, আমরা এই অকেজো পাথরের স্তূপ ছেড়ে চ'লে যাই।"

Die Sperlinge

নাইটিঙ্গেল ও ময়ূর

সজ্জন ও বিনম্র নাইটিঙ্গেল বনের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশী পেয়েছিল অনেক, কিন্তু বন্ধু পায়নি একজনও।

—"হয়তো অন্যদের ঘরানার মধ্যে আমি বন্ধু পাবো," —ভাবলো নাইটিঙ্গেল, তারপর উড়ে গেল ময়ূরের কাছে।

—"ময়ূর, তুমি সুদর্শন, তুমি আমায় মুগ্ধ করেছো।"

—"তুমিও আমায় মুগ্ধ করেছো নাইটিঙ্গেল," —ময়ূর বললো।

—"এসো দু'জনে বন্ধু হই। তুমি নয়নাভিরাম আর আমি শ্রুতিসুখদায়ী, আমরা পরস্পরকে ঈর্ষা করবো না।" নাইটিঙ্গেল ও ময়ূর বন্ধু হলো।

Die Nachtigall und der Pfau

সোয়ালো

বিশ্বাস করুন বন্ধুরা, এই বিরাট পৃথিবী জ্ঞানীদের জন্য নয়, নয় কবিদের জন্যও। মানুষ তাঁদের যথার্থ মূল্য বোঝে না। সে এতই দুর্বল যে নিষ্কর্মার সঙ্গে তাঁদেরকে গুলিয়ে ফ্যালে।

অনেকদিন আগে সোয়ালো ছিল নাইটিঙ্গেলের মতোই সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। কিন্তু অল্প দিনেই সে নিরালা বনে থেকে সাদামাটা চাষি আর সরল রাখাল বালকদের গান শুনিয়ে আর তাদের কাছে প্রশংসা পেয়ে পেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সাদাসিধে বন্ধুদের ছেড়ে তারপর সে শহরে এলো। কিন্তু সোয়ালোর অপূর্ব স্বর্গীয় গান শোনার কোনো অবসরই শহুরে মানুষের ছিল না। তাই দিনে দিনে সেই গান সে ভুলে গেল আর তার বদলে শিখলো খড়কুটো দিয়ে বাসা বানাতে।

Die Schwalbe

ওকগাছ ও শুয়োর

এক ভোজনরসিক শুয়োর বিশাল এক ওকগাছের তলায় চ'রে বেড়াচ্ছিল। গাছের নিচে প'ড়ে ছিল প্রচুর ওকফল। শুয়োরের ভাবখানা এমন ছিল যে, সে যেন মুখ দিয়ে নয় বরং চোখ দিয়েই সব ফলগুলি গিলে ফেলবে।

—"অকৃতজ্ঞ জানায়োর!" শেষে উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো ওকগাছ, "তুই আমারই ফল খাচ্ছিস আর আমার দিকে তাকিয়ে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিচ্ছিস না?"

শুয়োর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো, তারপর উত্তরে ঘোঁত ঘোঁত ক'রে ব'লে উঠলো, "ধন্যবাদ জানাতে মোটেই দেরি হতো না, যদি জানতাম ফলগুলি তুমি আমার জন্যই গাছ থেকে নিচে ফেলে দিয়েছো।"

Die Eiche und das Schwein

ইঁদুর

দার্শনিক এক ইঁদুর ছিল প্রকৃতির প্রশংসায় সর্বদা মুখর। কারণ তার মতে প্রকৃতি ইঁদুরদের একটা বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। ইঁদুর প্রজাতির অর্ধেক প্রকৃতির কাছ থেকে ডানা পেয়েছে। তাই মাটির সব ইঁদুর বেড়ালদের হাতে মারা গেলেও প্রকৃতি সামান্য আয়েসেই গেছো ইঁদুরদের থেকে আবাব তাদের বিনষ্ট প্রজাতিকে সৃষ্টি করতে পারবে।

দার্শনিক ইঁদুরটি জানতো না যে, উড়ন্ত বেড়ালও আছে।

আমাদের অনেক গর্ব বহু সময়েই থাকে আমাদের অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

Die Maus

দাঁড়কাক

শেয়াল দেখেছিল দেবতাদের উপর কাক ডাকাতি করে; তাদের ভোগ খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই সে ভাবলোঃ আমার একটু জানা দরকার যে, ওই ভোগে কাকের কোনো অংশ আছে কিনা? কারণ হয়তো সে জ্ঞানী পাখি। অথবা মানুষ তাকে জ্ঞানী মনে করে, কারণ ও এতই ধুরন্ধর যে, দেবতাব ভোগেও ভাগ বসাতে জানে।

Der Rabe
Fab Aesop.132

ঘোড়া এবং ষাঁড়

ছোট্ট একটা ছেলে একটা তেজি ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে এক বুনো ষাঁড় চেঁচিয়ে বললো, "ছিঃ ছিঃ, একটা শিশুর হাতের ইঙ্গিতে আমি কখনও চলি না।" —"আমি চলি", পাল্টা উত্তর দিলো ঘোড়া, "একটা শিশুকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে আমার কি খুব মান বাড়বে?"

Das Roß und der Stier

বুনো আপেল

বুনো আপেলগাছের এক উঁচু শাখায় মৌমাছি বাসা করেছিল। বাসাটিকে মৌমাছি অপূর্ব মধুতে ভ'রে দিয়েছিল আর গাছটি এতে এত গর্বিত হয়ে উঠেছিল যে সেজন্য সে আশেপাশের গাছেদেব প্রতি খুব তাচ্ছিল্য প্রকাশ কবতো।

তা দেখে এক গোলাপগাছ তাকে বলেছিলঃ ধাব করা মাধুরী নিয়ে কী নীচ গর্ব তোমার! তোমার ফলের অম্লতা কি এতে কিছু কমলো? যদি পারো বরং তাতে কিছু মিষ্টতা ঢেলে দিও; তাহলে মানুষ তোমাকে আশির্বাদ জানাবে।

Der wilde Apfelbaum

সিংহ ও বাঘ

সিংহ আর খরগোশ দু'জনেই চোখ খোলা রেখে ঘুমোয়। একবাব শিকারের প্রচণ্ড ধকলে ক্লান্ত সিংহ তার গুহার সামনে শুযে ঘুমোচ্ছিল। তখন এক বাঘ এসে উপস্থিত। সিংহকে লঘু নিদ্রায় নিদ্রিত দেখে সে হেসে উঠলো। —"আহা। আমাদের অকুতোভয় সিংহমশাই!" ব'লে উঠলো সে, "স্বভাবতই খরগোশের মতন চোখ খোলা রেখে তিনি ঘুমোন না।"

"খরগোসের মতন?" ব'লেই গ'র্জে উঠে অবিমৃষ্যকারী ভাঁড়ের টুঁটি কামড়ে ধরলো সিংহ। নিজের রক্তের স্রোতে গড়াতে লাগলো বাঘ, আর শান্ত সিংহ আবার ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লো।

Der Lowe und der Tiger
Aelianus de nat. animal. lib. II. cap. 12

অন্ধ মুরগি

অন্ধ হয়ে পড়া এক মুরগির অনেক দিনের অভ্যাস ছিল খেটেখুটে কুটোকাটা সরিয়ে শস্যের দানা অন্বেষণ করা। অন্ধ হয়ে পড়ার পরও সে তার ওই অভ্যাস ছাড়েনি। এই পরিশ্রম— বোকা মুরগির কোনো উপকারে আসতো না। আর এক চক্ষুস্মতী মুরগি (যে তার পায়ের খুব যত্ন নিতো) অন্ধ মুরগির পাশ থেকে কখনও সরতো না। সে সামান্য পরিশ্রম না ক'রেও শ্রমের ফলটুকু ভোগ করতো। কারণ যখনই অন্ধ মুরগি কুটো সরাতে সরাতে শস্যের দানা পেতো তখনই অন্য মুরগিটি সেটা টুকুস্ ক'রে খেয়ে ফেলতো।

পরিশ্রমী জার্মানরা জ্ঞানরাজ্যে নানান সংগ্রহ গ'ড়ে তোলে, আর রসিক ফরাসীরা তা ব্যবহার করে

Die blinde Henne
Phaedrus lib. III. Fab. 12

ঈগল ও শেয়াল

"উঁচুতে ওড়া নিয়ে অত দেমাক দেখিও না।" ঈগলকে শেয়াল বললো, "তুমি তো আকাশের অত উঁচুতে ওঠো শুধু আরও দূরে কোনো শবদেহ প'ড়ে আছে কিনা দেখার জন্য।"

"আমি এমন কিছু লোককে জানি— যাঁরা জ্ঞানী আর পণ্ডিত হয়েছেন সত্যানুরাগের জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র অধ্যাপক পদের ভালো আয়ের লোভে।"

Der Adler und der Fuchs

ঈগল

মানুষ ঈগলপাখিকে প্রশ্ন করেছিলঃ "আকাশে অত উঁচুতে উঠে তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের উড়তে শেখাও কেন?" ঈগল উত্তর করেছিলঃ "আমি যদি ওদের নিচুতে উড়তে শেখাই তাহলে কি ওরা সূর্যের এত কাছে গিয়ে উড়তে সাহসী হবে?"

Adler

দাঁড়কাক

দাঁড়কাক দেখলো ঈগল ঠিক তিরিশ দিন ধ'রে তার ডিমে তা দেয়। -- "সন্দেহ নেই এজন্যই ঈগলছানারা অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পায়, আর অত তেজী হয়", বললো সে। —"ঠিক আছে, আমিও তাই করবো।" সুতরাং দাঁড়কাক সত্যি সত্যি তিরিশ দিন ধ'রে ডিমে তা দিলো; ডিম ফুটে কিন্তু ছন্নছাড়া কাকের ছানা ছাড়া আর কিছুই বের হলো না।

Der Rabe

ময়ূর ও মোরগ

ময়ূর একদিন মুরগিকে বললোঃ "ওই দ্যাখো, কেমন গর্বিত আর দৃপ্ত পায়ে তোমার কর্তা এদিকে আসছে। কিন্তু কেউ তো বলে না, 'গর্বিত মোরগ'! বরং সবসময় বলে 'গর্বিত ময়ূর'!"

"তার কারণ", মুরগি বললো, "সত্যকার গর্ব করার কারণ কিন্তু মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। মোরগ কর্তা গর্বিত তার সদা সতর্কতা আর পৌরুষের জন্য। আর তুমি? শুধু রং আর পালকের বাহারের জন্য!"

Der Pfau und der Hahn

উপকার

(১)

"পশুপাখি-কীটপতঙ্গদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি তোমার উপকার বোধহয় আর কেউ করে না", মৌমাছি বললো মানুষকে।

"করে", উত্তর দিলো মানুষ।

"কে বলো তো?"

"ভেড়া, কারণ তার লোম আমার একান্ত প্রয়োজন আর তোমার মধু আমার শুধুই ভালো লাগে মাত্র।"

(২)

"কেন আমি ভেড়াকে তোমার চেয়ে বেশি উপকারী মনে করি, তার আরও একটা কারণ জানতে চাও? ভেড়া যখন আমাদের তার লোম উপহার দেয়, তা দেয় আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা না করে। আর তুমি যখন মধু উপহার দাও, তখন তোমার হুলের ভয়টা সবসময় আমার মনের মধ্যে থাকে।"

Die Wohltaten

ষাঁড় আর ছিপছিপে হরিণ

ষাঁড় আর ছিপছিপে এক হরিণ একসাথে সবুজ মাঠে চরছিল।

"হরিণভাই", ষাঁড় বললো, "সিংহ যদি আমাদের এখন আক্রমণ করে, তাহলে আমরা একসাথে লড়বো। শক্তভাবে আমরা ওর মোকাবিলা করবো।"

—"এই প্রস্তাবে আমার খুব একটা উৎসাহ নেই।" হরিণ বললো, "সিংহের সঙ্গে কেন আমি ওই বিষম লড়াইতে নামবো, যেখানে আমি নিশ্চিন্তে দৌড়ে পালাতে পারি?"

Der Stier und der Hirsch

চড়ুই ও উটপাখি

"চেহারাটা বড় আর গায়ের জোর কিছু বেশি ব'লে তুমি খুব দেমাক দেখাতে পারো", উটপাখিকে চড়ুই বললো, "কিন্তু পাখি হিসাবে আমার স্থান তোমার

উপরে। কারণ তুমি মোটেই উড়তে পারো না। আর আমি খুব উঁচুতে বা বেশি দূরে না হ'লেও কিছুটা পারি।

খুশির লোকগীতি বা জনপ্রিয় কোনো গানের ছোটো এক কবির প্রতিভার স্থান পণ্ডিত প্রবন্ধকারের উপরে।

Der Sperling und der Strauß

নাইটিঙ্গেল ও লার্ক

সেই কবিদের সম্পর্কে আমরা কী বলবো, যাঁরা তাঁদের পাঠকদের একটা বিরাট অংশের মাথার বহু উপর দিয়ে উড়ে যেতে পছন্দ করেন? বলবো সেই কথা, নাইটিঙ্গেল যা লার্কপাখিকে বলেছিল, "অত উঁচু দিয়ে ওড়ো কেন বন্ধু? যাতে কেউ তোমার গান শুনতে না পায়?"

Die Nachtigal und die Lerche

বাঁদর ও শেয়াল

"এমন একটা চৌখস জন্তুর নাম কবো তো, যাকে আমি নকল করতে পারি না!"—খুব দেমাক দেখিয়ে বাঁদর বললো। শেয়াল বললো, "এমন একটা ওঁচা জন্তুর নাম করো তো, যে তোমাকে নকল করতে চায়।"

আমার দেশের প্রিয় লেখক বন্ধুরা, আমাকে কি আরও বিশদে ব্যাখ্যা করতে হবে?

Der Affe und der Fuchs

ধনুকের মালিক

একটি লোকের একটি ধনুক ছিল। অব্যর্থ সে ধনুক। সেটি দিয়ে সে বহু দূর পর্যন্ত নিশ্চিত লক্ষ্যভেদ করতে পারতো। কিন্তু লোকটি ধনুকটিকে নেহাত সাধারণ একটি ধনুক ব'লে ভাবতো। একদিন সে ধনুকটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললোঃ তোমার রূপের একটু অভাব আছে। শুধু মসৃণতাই তোমার অলঙ্কার। বিশ্রী! যাচ্ছেতাই! একটা কিছু এখন করতে হয়।

একটা কথা তার মাথায় এল। কোনো এক বড় শিল্পীর কাছে এটাকে নিয়ে গিয়ে এর গায়ে সুন্দর শিকারের দৃশ্য খোদাই করিয়ে আনতে হবে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। লোকটি এক শিল্পীর কাছে গিয়ে ধনুকের গায়ে শিকারের দৃশ্য খোদাই করিয়ে আনলো। ধনুকের গায়ে শিকারের দৃশ্য! এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হ'তে পারতো না! খুব খুশি হলো লোকটি। "এইটুকু, ধনুক

তোমার পাওনাই ছিল!" মনে মনে ভাবলো সে। তারপর পরখ করার জন্য ধনুকে ছিলা পরিয়ে টানতে যেতেই মচাৎ ক'রে ভেঙে গেল ধনুকটা।

Der Besitzer des Bogens

ফিনিক্স

অনেক অনেক শতাব্দী পরে ফিনিক্স পাখির আবার দেখা দেওয়ার ইচ্ছা হলো। আর, সে দেখা দিতেই সমস্ত পশুপাখিরা তাকে ঘিরে ধরলো। তারা বিস্মিত ও চমৎকৃত হলো তাকে দেখে। ফিনিক্সের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো তারা।

একটু পরেই শ্রেষ্ঠ আর পরিচিতদের দৃষ্টি সংবেদনশীল হয়ে উঠলো। তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললোঃ "বেচারা ফিনিক্স! কী কঠিন ভাগ্য তার! না আছে বন্ধু, না আছে প্রিয়া! ও যে অদ্বিতীয়!"

Der Phonix

যোদ্ধা নেকড়ে

"আমার পিতা! সমুজ্জ্বল তাঁর স্মৃতি! তিনি ছিলেন এক খাঁটি যোদ্ধা!"— তরুণ নেকড়ে এক শেয়ালকে বলেছিল। "সারা এলাকায় তিনি যে কী ত্রাসের সঞ্চারই না করেছিলেন! একে একে দুশো শত্রুকে পরাজিত ক'রে তাদের কুৎসিত সত্তাকে বিনষ্টির গর্ভে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য! সেই তাঁকেই কিনা শেষে একটি শত্রুর কাছে পরাজিত হ'তে হয়েছিল!"

"অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের বক্তা বুঝি এমনই বক্তব্য রাখে!" —শেয়াল বলেছিল। "শুধু নীরস ইতিহাসকাররা পরে বলবেন যে, যাদের সে এক এক ক'রে বিনাশ করেছিল তারা ছিল নিরীহ ভেড়া আর গাধা। আর যে শত্রুর কাছে সে পরাজিত হয়েছিল, সে ছিল প্রথম বন্য মহিষ, যাকে সে আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছিল।"

Der kriegerische Wolf

রাখাল ও নাইটিঙ্গেল

প্রেরণার বরপুত্র, তোমরা আবর্জনা দেখলে ক্ষেপে ওঠো। তাই আমার কাছ থেকে শুনে নাও নাইটিঙ্গেলকে একবার কী মন্তব্য শুনতে হয়েছিল।

"একটা গান গাও নাইটিঙ্গেল", নীরব নাইটিঙ্গেলকে রাখাল বলেছিল।"

"ওঃ ব্যাঙগুলো এমন গলা ছেড়েছে," —নাইটিঙ্গেল বললো, "যে, আমার গান গাওয়ার সব ইচ্ছে হারিয়ে গিয়েছে। শুনতে পাচ্ছো না ওদের গলা?"

—"নিশ্চয়, শুনতে পাচ্ছি," উত্তর দিলো রাখাল, "কিন্তু তোমার নীরবতাই এজন্য দায়ী। আমাকে তাই শুধু ওদেরই গান শুনতে হচ্ছে।"

Der Schafer und dic Nachtigall

উটপাখি

উটপাখির ডানা মস্ত পালকে ঢাকা। কিন্তু আকাশে ডানা মেলে ভেসে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। সে খুব দ্রুত দৌড়ে বাতাসে ডানা দুটোকে পালের মতো ফুলিয়ে তোলে, কিন্তু উড়তে পারে না।

"এবার আমি উড়বো," —চেঁচিয়ে বলেছিল মস্ত উটপাখি, আর জনতা গভীর আশাভরে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

"এবারে আমি উড়বো," —আবার সে চেঁচিয়ে বললো। বিশাল বড় ডানা-দুটোকে ছড়ালো উটপাখি, আর মাটির উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা মস্ত পালতোলা জাহাজের মতো— একটি পাও মাটি থেকে না তুলে।

অ-কবির লেখা কাব্য দেখো! তার প্রারম্ভিক চরণ ভরা থাকে শুধু শূন্য দেমাকে, মেঘের আর নক্ষত্রের সীমা স্পর্শ করবে এই জাঁক সেখানে; কিন্তু সে সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকে কাদার কাছেই।

Der Strauss
Aelianos. lib. II. cap. 26

মের্‌পোস*

"তোমাকে একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতেই হবে," —এক তরুণ ঈগল চিন্তাশীল ও জ্ঞানী পেঁচাকে বলেছিল, "লোকে বলে নাকি এক ধরনের পাখি আছে মের্‌পোস নাম। যখন সে আকাশে ডানা ম্যালে তার লেজটা নাকি থাকে উপরে সামনের দিকে, আর সে মাথা মাটির দিকে ক'রে ওড়ে। সত্যি কি?"

"আরে না না," উত্তর দিলো পেঁচা, "ওটা মানুষের একটা তুচ্ছ কল্পনা। সে নিজে মের্‌পোস হ'তে চায়। কারণ সে আকাশে উড়তে চায় এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীকে চোখের আড়াল না ক'র।"

Merpos

---

* কথিত আছে, মের্‌পোস আর-সব পাখির মতো না উড়ে উল্টোভাবে ওড়ে। সব পাখি ওড়ে চোখ বরাবর সামনের দিকে, কিন্তু মের্‌পোস ওড়ে পিছনের দিকে।

তরুণ ও বৃদ্ধ হরিণ

প্রকৃতির উদাবতায় এক হরিণ একশো বছর পর্যন্ত বেঁচেছিল। নাতির কাছে একদিন সে গল্প করছিল, "পুরনো সেইসব দিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে— যেদিন মানুষ বাজের মতো আওয়াজ করা আগুনের নল আবিষ্কার করেনি।"

"হায়, কী সুখেরই সেই দিনগুলি সব ছিল!" ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেললো নাতি হরিণ।

"তুই বড় চট্ ক'রে সিদ্ধান্ত নিস।" বললো বুড়ো হরিণ। "সে-সময়টা ছিল অন্যরকম, কিন্তু এখনকার থেকে ভালো ছিল না। সেদিন মানুষের হাতে আগুনে নলের বদলে ছিল তীর আর ধনুক। আর তীর-ধনুক ছিল আমাদের পক্ষে একইরকম খারাপ।"

Der jnuge und der alte Hirsch

গাধা

দেবরাজ জিউসের কাছে গাধা অভিযোগ করেছিল যে, মানুষ তার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রে আসছে। —"আমার অক্লান্ত কর্মঠ পিঠ তাদের যে বোঝা বহন করে, তার চাপে অন্য যে-কোনো দুর্বলতর জন্তু পিষ্ট হয়ে যেতো। অথচ মানুষ আমাদের নির্মমভাবে মেরে তাড়াতাড়ি কাজ করতে বাধ্য করে। বোঝার চাপে তাও অসম্ভব হতো যদি প্রকৃতিও আমার প্রতি বিমুখ হতো"।

—"মানুষ যদি রাজি হয়, তাহলে হে দেবরাজ, আমাদের প্রতি তাদের এই নিষ্ঠুরতা আপনি বন্ধ করুন," গাধা বললো, "আমরা তাদের সেবাই করতে চাই, কারণ মনে হয় আপনি সেজন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু অকারণে লাঞ্ছিত হ'তে আমরা চাই না।"

"হে আমার প্রিয় সৃষ্টি," —দেবরাজ জিউস গাধাকে বললেন, "তোমার অনুরোধ অন্যায্য নয়, কিন্তু মানুষকে আমি একথা বোঝাবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না যে, তোমার মন্থরতা আসলে অলসতা নয়। আর যতদিন সে একথা বিশ্বাস না করবে ততদিন সে তোমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে। তাই তোমার অনুভূতিহীন হয়ে পড়াই এখন দরকার। আর তোমার চামড়াও এত মোটা হোক, যাতে মারতে মারতে মানুষের হাতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"

"দেবরাজ!" —আনন্দে ব'লে উঠলো গাধা, "আপনি চিরকালই জ্ঞানী আর দয়ালু!" তারপর দেবরাজকে প্রণাম ক'রেও তাঁকে সর্বজীবে করুণাময় ভেবে গাধা সেখান থেকে বিদায় নিলো।

Die Esel
Fab. Aesop. 112

জিউস ও ভেড়া

পশুদের মধ্যে ভেড়াকে অনেক কষ্টই সহ্য করতে হয়। তাই সে একদিন দেবরাজ জিউসের কাছে গিয়ে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য তাঁকে বিনীত অনুরোধ জানালো।

জিউস সদয় মানুষ, তিনি ভেড়াকে বললেনঃ তুই ফুলের মতো নরম। কোনো হাতিয়ারে সাজিয়ে তোকে আমি সৃষ্টি করিনি। এখন ভেবে বল্ কীভাবে আমার ভুলটা সংশোধন করা যায়? তোর মুখে কি বড় বড় দাঁত দেবো? আর পায়ে ধারালো নখর?

—না না, আমি হিংস্র পশুদের দলে পড়তে চাই না।

—তাহলে কি বিষ দেবো তোর মুখে?

—নাঃ, —আপত্তি জানালো ভেড়া, বিষধর সাপেদেরও ঘৃণা করি আমি।

—কী করি তবে? তাহলে তোকে সবল ঘাড় আর মস্ত ধারালো শিং দেওয়া যায়।

—তাও আমার পছন্দ নয় পিতা। অল্প চেষ্টা করলেই শৃঙ্গধর যে-কোনো পশুর মতোই আঘাত করার ক্ষমতা আমারও হতো।

—তা সত্ত্বেও, বললেন জিউস, অন্যদের আঘাত থেকে বাঁচতে হ'লে তোকেও ক্ষতি করতে, আঘাত করতে পারতে হবে।

এটা কি একান্ত অনিবার্য! —দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভেড়া। —আমি যেমন, তেমনটাই আমাকে রাখুন পিতা। কারণ, আমার মনে হয়, ক্ষতি করার ক্ষমতা, ক্ষতি করার ইচ্ছার জন্ম দেয়। আর, অন্যায় সহ্য করা— অন্যায় করার চেয়ে অনেক ভালো। নম্র ভেড়াকে দেবরাজ আশীর্বাদ করলেন। আর সেই মুহূর্ত হ'তে সে অভিযোগ জানাতে ভুলে গেল।

Zeus und das Schaf
Fab. Aesop.119

ছোট্ট সোয়ালো

"তোমরা কী করছো ওখানে?" —ব্যস্ত পিঁপড়েদের প্রশ্ন করেছিল ছোট্ট সোয়ালো। "আমরা শীতের জন্য খাবার জমাচ্ছি।" —উত্তর দিয়েছিল পিঁপড়েরা।

"খুব বুদ্ধিমানের কাজ," —ভাবলো সোয়ালো, "আমিও এখন তাই করবো।" তক্ষুনি তরুণ সোয়ালো নিজেদের বাসায় মরা মাছি মাকড়সা ইত্যাদি এনে জমিয়ে তুলতে শুরু করলো। "কী জন্য এসব জড়ো করছো?" —শেষমেষ মা সোয়ালো

একসময় প্রশ্ন করলো। —"কেন? কঠিন শীতের জন্য খাবাব জমাচ্ছি মা, তুমিও এখুনি কাজে লেগে পড়ো। পিঁপড়েরা আমায় সাবধান হ'তে শিখিয়েছে।"

"ওহ্! মাটির পিঁপড়েদের এই বুদ্ধিমত্তা তাদের থাক্।" —উত্তব দিলো মা। "যাতে ওদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, আমাদের সোয়ালোদের জন্য তা খাটে না। আমাদের জন্য প্রকৃতি অন্য এক নিয়ম নির্ধারণ করেছে। যখন সমৃদ্ধ গ্রীষ্ম শেষ হয়ে যায় তখন আমরা নতুন এক পথে পাড়ি দিই। সেই পথের মধ্যে আমরা নিদ্রার কোলে ঢ'লে পড়ি। অবশেষে পথের অন্তে আমাদের অভ্যর্থনা জানায় উষ্ণ জলাভূমি। সেখানে আমরা পাই নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, যতদিন না বসন্ত এসে আমাদের নতুন এক জীবনে আবার জাগিয়ে তোলে।"

Die junge Schwalbe

সিংহ ও খরগোশ

সিংহ এক খরগোশেব সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। দুই বন্ধু দুনিয়ার হালচাল নিয়ে মনের আনন্দে নানা গল্প করতো।

"আচ্ছা এটা কি তাহলে সত্যি"— সিংহকে একদিন প্রশ্ন করলো খরগোশ, "যে, মোরগ সিংহকে উঁচু চড়া গলায় ডেকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে?"

"হ্যাঁ সত্যি," —উত্তর দিলো সিংহ। "এটা সকলেই জানে যে আমাদের, বড় জন্তুদের, একটা ক'রে অতি সাধারণ ছোট দুর্বলতা আছে। হাতির কথা একটু ভাবো, শুয়োরের ঘোঁত্ ঘোঁত্ শুনলে ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।"

"ওহ্, সত্যি?" বললো খরগোশ। "এইবারে আমি বুঝতে পারছি যে, আমবা খরগোশরা কুকুরের সামনে পড়লে কেন এত সাংঘাতিক ভয় পাই।"

Der Lowe und der Hase

Aelianus de natura animalium, lib. I. cap 38

সাপ

দেবরাজ জিউস একবাব ব্যাঙেদের জন্য এক নতুন রাজা স্থির ক'রে দিয়েছিলেন। থপথপে বড়সড় শান্তিপ্রিয় ব্যাঙের বদলে এক সাপ। —"তুমি আমাদের রাজা? তাহলে আমাদের ধ'রে ধ'রে গিলছো কেন?" "কারণ তোমরা আমাকেই প্রার্থনা করেছিলে" —উত্তর দিলো সাপ।

"আমি তোমার জন্য প্রার্থনা জানাইনি," ব্যাঙেদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বললো। সাপ তাকে চোখ দিয়ে যেন গিলে খেলো। সে বললো, "চাসনি আমাকে? সে তো আরও খারাপ! তাহলে তোকেই খাবো, কারণ তুই আমাকে চাসনি।"

Die Wasserschlange

Fab. Aesop. 167. Phaedrus lib. I. Fab.II

হারকিউলিস

হারকিউলিসকে স্বর্গের দেবতাদের একজন ক'রে নেওয়া মাত্রই তিনি সমস্ত দেবতার আগে জুনোকে নমস্কার করলেন। সারা স্বর্গ আর জুনো নিজেও তাতে খুব বিস্মিত হলেন। কেউ একজন চেঁচিয়ে বললো, "তোমার শত্রুকে এত শ্রদ্ধা জানাচ্ছো?" —"হ্যাঁ, তাঁকেই জানাচ্ছি," উত্তর দিলেন হারকিউলিস, "কেননা তাঁর অবিচারই আমাকে সেই মহৎ কাজগুলি করার সুযোগ ক'রে দিয়েছে— যা আমার স্বর্গে আসার সোপান।"

সারা অলিম্পিয়া হারকিউলিসের উত্তর অনুমোদন করলো। আর জুনো প্রভূত আনন্দ পেলেন।

Herkules

Feb. Aesop. 191, Phaedrus lib. IV. Fab. 11

গটলিব কনরাড ফেফেল

জন্ম : ১৭৩৬, কোলমার

মৃত্যু : ১৮০৯, ঐ

সজারু

হাড়ের সিংহাসনে ব'সে সিংহ দাসত্ব ও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছিল। তখন এক সজারু গুটিগুটি পায়ে সেই পথে এসে পড়লো। "হেই!" ব'লে স্বৈরাচারী সিংহ গর্জন ক'রে উঠলো এবং এক লাফে সজারুকে তার দুই থাবার মধ্যে পুরে ফেললো। "দেখবি, এক গ্রাসে তোকে গিলে ফেলবো?"

"আমাকে গিলে ফেলতে পারো কিন্তু হজম করতে পারবে না," বললো সজারু।

Der Igel

শেয়াল ও গাধা

একটা মোরগের ধড় থেকে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলে শেয়াল মৃতদেহের সামনে চুপ ক'রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গাধা সেই দৃশ্য দেখে বললো, "এই কাজের জন্য তোমার বুঝি এখন খুব অনুতাপ হচ্ছে? তোমার বিবেক তাহলে একটু পরে হ'লেও জেগেছে! যাক, বিবেক কোনোদিনই না জাগার থেকে বরং দেরিতে জাগাও ভালো।"

"বন্ধু, ঠিকই বলেছো তুমি,"—ডাকাতে শেয়াল ব'লে উঠলো, "আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, হতভাগার দেহে ক'টা হাড় আর চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই।"

Der Fuchs und der Esel

ক্রিস্টিয়ান আউগুস্ট ফিশার

জন্ম: ১৭৭১, লাইপ্‌ৎসিগ

মৃত্যু: ১৮২৯, মাইন্‌ৎস

সিংহ এবং শেয়াল

হাতির বিরুদ্ধে সিংহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

"ওঠো"— বাকি জন্তুদের উদ্দেশে সিংহ বললো, "প্রতিশোধ নেওয়ার দিন এসেছে। আমাদের শত্রুকে চিরদিনের জন্য খতম করতে হবে। এ আমাদের জাতির শান্তি নিরাপত্তা আর স্বাধীনতার প্রশ্ন।"

"তাই বুঝি!"— শেয়াল তার পাশের জন্তুকে বললো, "হাতি তো আমাদের কিছুই করেনি। একটা গোটা জাতিকে সিংহের জন্য বলি দিতে হবে কেন? সিংহের নিজস্ব ব্যাপারে আমরা নিজেদের জড়াবো কেন?"

"চুপ, হতভাগা ডেমোক্র্যাট!"— হুঙ্কার দিলো সিংহ। আর পরক্ষণেই শেয়ালের দেহ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললো।

Löwe und Esel

পশুরাজ্যে বিপ্লব বা পাকস্থলী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

রাজতন্ত্রের ওপর পশুরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করলো। শুধু শেয়াল ছাড়া সিংহের পাশে কেউ রইলো না।

"কিন্তু আমাকে একটা কথা বলতে দাও—" শেয়াল বললো। "দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরা একবার পাকস্থলীর উপর রেগে উঠেছিল। 'অকেজো বিলাসী!' তারা বললো, 'শুধু ভালো ভালো খাওয়া, আর তা হজম করা ছাড়া তুমি তো কিছুই করো না। কিন্তু তার জন্য আমাদের আমৃত্যু কাজ করতে হয়।' তারা ঠিক করলো, পাকস্থলীকে তারা আর কিছুই দেবে না। তারপরে কী ঘটলো? পাকস্থলী কষ্ট পেলো, কিন্তু আর সকলে বুঝলো তারাও একই সাথে কষ্ট পাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা সবাই ক্লান্ত, শক্তিহীন হয়ে পড়লো। সবাই বুঝলো যে, পাকস্থলীর কাছ থেকে তারাই বেশি উপকার পেতো। রাজশক্তি সম্পর্কেও একই কথা—" বললো শেয়াল, "সমস্ত ভালো, সাধারণ্যের মঙ্গল, আর সব কিছুই— এক কথায় সমস্ত জাতি রাজশক্তির উপর নির্ভর করে ও তার মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে।"

"শুধু একটা ছোট্ট বিষয় বলতে তুমি ভুলে গেছো যে," ব'লে উঠলো সাপ, "পাকস্থলী খায় আর উপকারও করে, কিন্তু বেশির ভাগ রাজারা শুধুই খান।"

Revolution im Tiereich oder der Magen und die Glieder

চাষি ও তার গাধা

শত্রু পেছন থেকে ধেয়ে আসছে দেখে চাষি তার গাধাকে বলেছিল, "জল্‌দি! আমার ওই অস্ত্রশস্ত্রগুলোৰ দিকে।"

"কেন? আমি তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।"— বললো গাধা, "কে আমার মালিক থাকলো, তা নিয়ে আমার কীসের মাথাব্যথা? আমার পিঠে যে যা বোঝাই করবে, আমাকে তা বইতেই হবে।" ব'লে গাধা এক পা-ও না ন'ড়ে তার নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেশরক্ষার মহৎ আহ্বান?
তার মানে ধনী ও রাজন্যবর্গের স্বার্থসিদ্ধি।

Der Bauer und sein Esel

সিংহের সভা

সিংহ সংবিধান-সভার অধিবেশন ডেকেছিল; বনের সব জন্তুরা তার গুহায় এলো।— "কী তীব্র দুর্গন্ধে ভরা জায়গাটা," নিজেকে ব্যক্ত করলো ভালুক। বস্তুত গুহাটা লাগছিল একটা পোড়ো জায়গার মতো। মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সিংহ তখনই ভালুকের ঘাড় মট্‌কে দিলো। —"অপূর্ব! যেন অম্বুরী সুবাস চারিপাশে," ব'লে বাঁদর হাসলো, কিন্তু তার মোটা দাগের চাটুকারিতাটাও বিফল হলো। বাঁদর কোনোমতে সিংহের নখরাঘাত থেকে বাঁচলো।

"তুমি কীসের গন্ধ পাছো?" —সিংহ এবার শেয়ালকে প্রশ্ন করলো।

"মহামান্য, ক্ষমা করবেন, আমার নাকে নস্যি—" জবাব দিলো শেয়াল।

দেখুন! রাজাদের সঙ্গে কীভাবে আলাপ করতে হয়!

Der Hof des Lowen

প্রজাপতি ও শামুক

"হাড়হাভাতে হতভাগা!" —ঝলমলে এক প্রজাপতি একদিন শামুককে বলেছিল, "আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ানোর সাহস হয় কী ক'রে তোর?"

—"দেমাক দেখিও না পরগাছা," বলেছিল শামুক— "ঘণ্টাখানেক আগেও তুমি ছিলে পোকা। আমার নিজের একটা বাসা আছে, নিজেরটুকু নিয়ে আমি থাকি;

অল্পেতেই আমি তুষ্ট। তোমাব না আছে ভিটেমাটি, না আছে মাথার উপর ছাদ। যে ফুলেদের বদান্যতায় তুমি বেঁচে থাকো, তাদেরই ক্ষতি করো!"

যে পরজীবীর দল শ্রমিককে অশ্রদ্ধা করে, পরিশ্রমী চাষিকে ছোট চোখে দ্যাখে এই গল্প তাদের জন্য

Der Schmetterling und die Schnecke

ঘোড়া এবং গাধা

"আমার বোঝার বরং একটু ভাগ নাও না!"— ঘোড়াকে অনুরোধ করেছিল গাধা, "বোঝাটা এত ভারী যে আমি প'ড়ে যাচ্ছি।"

অবজ্ঞাভরে গাধার অনুরোধ উপেক্ষা করলো ঘোড়া। গাধা পড়লো এবং ম'রে গেল। তখন সব বোঝা এমন-কি মৃত গাধার ছালটিও ঘোড়াকে পিঠে নিতে হলো।

হে আমার দেশবাসী পাঠক কোনো একটি দেশ কোনো একটি শহরের উপর অত্যাচার, কোনো নাগরিকের উপর অবিচার— সবকিছুরই অংশ আপনাকেও নিতে হবে

Das Pferd und der Esel

নেকড়ে ও ভেড়ারা

"হে দেবতা!" —ভেড়ারা বলেছিল, "ভয়ঙ্কর নেকড়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচান! নেকড়ে অত্যাচারী, সে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চায়।"

"তোমাদের সবাইকে?" —জুপিটার বললেন, "একের বিরুদ্ধে তোমরা হাজার জন না? তোমরা বিচ্ছিন্ন কেন? আমি নেকড়েকে অত্যাচারী আর তোমাদের তার দাস ক'রে সৃষ্টি করিনি। তোমরা নিজেরা নিজেদের দ্যাখো!"

তোমাদের দুর্বলতার মধ্যেই নেকড়ের শক্তি

Der Wolf and die Schafe

মশা ও আলো

এক মশা আলোর চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল; আলোতে পুড়েই শেষে সে মারা গেল। মরার সময়ে আলোকে সে চেঁচিয়ে বললো, "ধিক্, বিশ্বাসঘাতক! অভিশপ্ত! প্রতিশোধ নেবো।"

"কিন্তু তুমি উড়ে আলোর মাঝে পড়লে কেন?" —প্রশ্ন করলেন দার্শনিক।

এনলাইট্‌মেন্টকে দোষী কোরো না, দোষ অপব্যবহারকারীর

Die Mucke und das Licht

সিংহ ও একটি পেইনটিং

এক শিল্পী এক সিংহের একটা ছবি এঁকেছিল— সিংহ একটা লোককে নখবাঘাতে হত্যা করছে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সিংহ ছবিটা দেখলো, করুণ হেসে, মৃদু গর্জনে সে ব'লে উঠলো, "যদি আমরা ছবি আঁকতে পারতাম!"

জিতে যাওয়া যুদ্ধের সরকারী ভাষ্য, রাজ-সংবাদপত্রের বিবরণ
সবসময়েই এক পক্ষের কথার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়

Der Lowe und das Gemalde

ভেড়ার পোষাকে নেকড়ে

বুড়ো নেকড়ের শক্তি বড় প'ড়ে এসেছিল। তখন সে শক্তির অভাবটা বুদ্ধি দিয়ে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। একটা ভেড়ার চামড়া দিয়ে সে এত ভালো ছদ্মবেশ নিলো যে, ভেড়ার দলে যে চমৎকার মিশে গেল। লড়াই প্রায় ফতে— ভাবলো সে। এখন রাত্রির অপেক্ষা শুধু, আর তারপর একটা ঝাঁপ!

কিন্তু কুকুরেরা তাকে গন্ধে চিনে ফেললো।

স্বৈরাচারী শাসক! মিছেই তুমি ভদ্র জনপ্রিয় রাজা সাজার চেষ্টা করো!
সাদামাটা মানুষকে তোমরা ঠকাতে পারো কিন্তু বুদ্ধিমানেরা সবসময়েই শেষে তোমাদের চিনে ফেলবে।

Der Wolf in Schaafskleidern

বাঁদর ও মালি

বাঁদর মালিকে বাগানের পরিচর্যা করতে দেখছিল; মালি পোকাধরা ডাল ভেঙে ফেলছিল, নিরন্বয় ফুল তুলে ফেলছিল; শেষে মালি বাগান ছেড়ে যেতে, বাঁদর দড়ি ছিঁড়ে বাগানে এলো। মালিকে তার অনুসরণ করার ইচ্ছা। কিন্তু কী ঘটলো?

ফুলের সব মঞ্জুরি সে ছিঁড়ে ফেললো, কচি ডালের আগা ভেঙে দিলো; সারা বাগানটাই নষ্ট করলো।

সংস্কার! উন্নয়ন! সব কিছুর জন্যই মণীষা আর মাপকাঠির প্রয়োজন

Der Affe und der Gartner

নোভালিস (ফ্রিডরিষ্ ফন হারডেনব্যার্গ)
জন্ম : ১৭৭২, ওব্যারভীডারস্টেট
মৃত্যু : ১৮০১, ভাইসেনফেল্‌স

পতিত উপহার

জুপিটার বনের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। সব লতা-বৃক্ষ মাথা ঝুঁকিয়ে তার পায়ের কাছে নানা ধরনের ফল ফেলে দিচ্ছিল, আর তিনি তাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন। তখন এক বিষবৃক্ষ তার অপূর্ব সুন্দর ফল তাঁর পায়ের সামনে ফেললো। জুপিটার বললেন, "না, তোমার উপহার আমার পছন্দ হলো না।" গাছটিকে তিনি আশীর্বাদও করলেন না।

রাজারাজড়ারা কখনও সেই প্রতিভার আদর করেন না, যে প্রতিভা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে চলে

Das verworfene Geschenk

ভালুক

"ভালুক ভায়া, চললে কোথায়?"— ভালুককে বনের একদিকে যেতে দেখে শুধালো নেকড়ে।

ভালুক বললো, "আমি একটা ভালো গুহা খুঁজছি।"

—"কিন্তু তোমার তো একটা সুন্দর বেশ বড়সড় গুহা আছে। তার কী হলো? সে গুহাটা ছাড়বে কেন?"

—"সিংহ ওটা চাইছে। সে আমাদের জন্তুদের জাতিপুঞ্জে গেছে।"

—"তাতে তোমার ভয় পাওয়ার কী আছে? গুহাটা তো ন্যায়ত তোমার।"

—"রাজার ইচ্ছের কাছে সব ন্যায্য জিনিসই যে অন্যায্য নেকড়ে ভায়া।"

Der Bar

শামুক

বড় রাস্তা ধ'রে দুই তরুণ যুবক বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে পথের উপর কয়েকটা শামুক তাদের চোখে পড়লো। গাড়ির নিচে চাপা প'ড়ে পিষে ছাতু হয়ে যেতে পারে ওই আশঙ্কায় দুই বন্ধু শামুকগুলোকে তুলে ঝোপের মাঝে ছুড়ে দিলো।

"ভারী সহৃদয় উপকারী! খামোকা ঝোপের মাঝে ফেলে আমাদের স্নিগ্ধ প্রশান্তি নষ্ট করলে কেন?" —চেঁচিয়ে জানতে চাইলো শামুকরা।

বন্ধু, দুর্বিপাক এলে কাকে সাথে নিয়ে লড়াইয়ে নামবে? সবজান্তা সর্বজ্ঞদের নিয়ে?
হায় কী অদুরদর্শী তোমরা!

Die Schnecken

দার্শনিক

"আমার ক্যানারি পাখিটাকে পড়াও।" —অত্যাচারী রাজা বললেন দার্শনিককে, "যাতে সে সম্পূর্ণ হোমার মুখস্থ বলতে পারে। আর, না পারলে আমার দেশ থেকে বেরিয়ে যাও। কাজটা সফল না হ'লে কিন্তু তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে।"

"ঠিক আছে, পড়াবো ওকে।" —দার্শনিক বললেন, "কিন্তু দশ বছর সময় লাগবে শেখাতে।"

"কেন এই বোকামি করলেন?", —বন্ধুরা তাঁকে বললো, "এই অসম্ভব কাজটা কেন নিলেন?"

দার্শনিক হেসে বললেন, "দশ বছরে, হয় আমি কিংবা রাজা, আর না হয় পাখিটা— কেউ না কেউ মারা যাবে।"

Der Philosoph

শেয়াল

"সিংহ তোমায় নিয়ে যে স্যাটায়ারটা লিখেছে সেটা দেখেছো?" —শেয়ালকে প্রশ্ন করলো নেকড়ে। —"তার উপযুক্ত একটা জবাব দিও।"

"পড়েছি লেখাটা আমি, তবে তোমার পরামর্শটা আমি নিচ্ছি না;" —বললো শেয়াল, "কারণ সিংহ তার একটা শাহী-জুত্‌সই প্রত্যুত্তর দিতে পারে।"

Der Fuchs

আর্থুর শোপেনহাউয়ার

জন্ম · ১৭৮৮, ডান্‌ৎসিগ

মৃত্যু : ১৮৬০, ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন

রঙ্গালয়ে দুই চীনা

দুই চীনা ইউরোপে বেড়াতে এসে প্রথমবারের জন্য রঙ্গালয়ে নাটক দেখতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁদের একজন নাট্যশালার যান্ত্রিক প্রকৌশল বুঝতে মনোযোগী হলেন এবং তা বুঝতে পারলেন। অন্যজন ভাষা না জেনেও চেষ্টা করলেন নাটকের সারমর্ম অনুধাবন করতে। এই চীনাদের প্রথমজন জ্যোতির্বিদ আর অন্যজন দার্শনিকের সঙ্গে তুলনীয়।

Zwei Chinesen im Theater

ফুটন্ত গোলাপ

জ্ঞান বাস্তবমুখী না হয়ে তা যদি কারো মধ্যে শুধু তত্ত্বের রূপে থেকে যায় তবে সে জ্ঞানের তুলনা চলে ফুটন্ত গোলাপের সাথে; যে গোলাপ তার বর্ণ-গন্ধ দিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করে, কিন্তু ফল না দিয়েই ঝ'রে পড়ে।

কাঁটাহীন গোলাপফুল মেলে না, কিন্তু গোলাপহীন শুধু কাঁটা ছড়িয়ে থাকে অনেক।

Die gefüllte Rose

মেঠোফুল

একদিন এক মেঠোফুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার আশ্চর্য রূপ আর পরিপূর্ণতা দেখে আমি অবাক হয়ে তাকে বলেছিলাম, "হায়! তোমার, আর তোমার মতো হাজারো ফুলের এই রূপ চোখ মেলে কেউ দ্যাখে না। প্রায় কেউ নজরই করে না।"

মেঠোফুল উত্তরে বলেছিল, "বোকা তুমি! তুমি কি ভেবেছো, আর কেউ আমায় দেখবে ব'লেই আমি ফুটে উঠে পাপড়ি মেলেছি? অন্যের জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যই আমি ফুটেছি। কারণ, পাপড়ি মেলতে আমার ভালো লেগেছে। আমি ফুটেছি, ফুটে আছি, কারণ তারই মাঝে আমার সব আগ্রহ— সব আনন্দ।"

Die Feldblume

আপেলগাছ ও সবুজ পাইন

পূর্ণ ফলভাবে নত আপেলগাছের পেছন থেকে তীক্ষ্ণ সবুজ চূড়া নিয়ে সবে মাথা তুলেছে এক পাইন। আপেলগাছ তাকে বললে: "আমার এই ফলভাবের সমারোহ দেখেছো? এর উত্তরে তোমার কী বলার আছে সবুজ পাইন?"
"হয়তো ঠিকই বলছো তুমি—" উত্তর দিলো পাইনগাছ —"কিন্তু যখন শীত আসবে, তুমি তখন দাঁড়িয়ে থাকবে নিষ্পত্র হয়ে; আর আমি থাকবো ঠিক এমনটিই— যেমনটি আমি এখন আছি।"

Der Apfelbaum und die Tanne

মরুদ্যান ও মরুভূমি

অপূর্ব সবুজ মরুদ্যান চারপাশে তাকিয়ে ধূ ধূ মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না। নিজের মতো কাউকে খুঁজে না পেয়ে তারপর সে দুঃখে ভেঙে পড়লোঃ "আমি নিতান্ত অভাগা নিঃসঙ্গ মরুদ্যান। একাই আমাকে থাকতে হবে এখানে। আশেপাশে কোথাও আমার মতো কেউ নেই। অন্তত একটা চোখ— যে আমাকে দেখবে, আমার সবুজ ঘাস, ঝরণা, তাল-খেজুরগাছ দেখে আনন্দ পাবে। শুধু বিষণ্ণ, ধূ ধূ বালুময় পাথর ছড়ানো মরু আমায় ঘিরে রেখেছে। এই নির্জনতায় এত গুণ, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য আমার কী কাজে এলো?"

বুড়ি ধূসর মরু তখন ব'লে উঠলো, "বাছা, যদি অন্যরকম হতো, যদি আমি বিষণ্ণ ধূ ধূ মরুভূমি না হয়ে প্রানৈশ্বর্যে ভরা সবুজ হতাম— তাহলে তুমি তো হরিৎ মরুদ্যান হ'তে না!"

Die Oasis und die Wuste

ঈশপের গল্প ও বালকেরা

ছেলেদের শিক্ষা আর মঙ্গলের জন্য মা তাদের ঈশপের গল্প পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু বইটি তিনি অতি দ্রুত ফেরৎ পেলেন। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে পাকা বড় ছেলেটি তাঁকে শুনিয়ে বললে— "এ বই আমরা কী পড়বো? খালি ছেলেমানুষী আর বোকা বোকা গল্প! শেয়াল, নেকড়ে, দাঁড়কাক সবাই কথা বলতে পারতো, এসব ব'লে আমাদের আর বোকা বানানো যাবে না। এসব গল্পের যুগ আমরা অনেক কাল পেছনে ফেলে এসেছি।"

আশায় পূর্ণ আর মূঢ় এই শিশুদের মধ্যে
ভাবীকালের আলোকপ্রাপ্ত যুক্তিবাদীদের চিনতে কে ভুল করবেন?

Die Kinder und Äsops Fabeln

ল্যুড্ভিক ফুল্ডা

জন্ম : ১৮৬২, ফ্রাঙ্কফুর্ট আম মাইন

মৃত্যু : ১৯৩৯, বার্লিন

ভায়েলেট

বহুকাল আগের কথা। এক প্রকাণ্ড হাতি এই ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়াতো। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীতে ভায়েলেট ফুল ফোটে না। হাতির চলার পথে একদিন এক ভায়েলেট ফুল পড়লো। ফুলের দৃঢ় বিশ্বাস, এবার হাতির অবিশ্বাস এক মুহূর্তে দূর হবে। নিজের সব সুগন্ধ ছড়িয়ে হাতিকে সে স্বাগত জানালো। হাতি কিন্তু অন্ধের মতো তাকে মুহূর্তে মাড়িয়ে চ'লে গেল। ফুল চাপা পড়লো হাতির পায়ের তলায়। হাতি তার উপর দাঁড়িয়ে রইলো শরীরের সমস্ত গুরুভার নিয়ে, আর ব'লে উঠলো, "ভায়েলেট ফুল পৃথিবীর কোথাও নেই।"

Es war einmal ein Elefant

ফ্রানৎস কাফকা

জন্ম : ১৮৮৩, প্রাগ

মৃত্যু : ১৯২৪, কীয়ারলিঙ

ছোট্ট একটি নীতিগল্প

আঃ! একটা ক'রে দিন যায় আর পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসে— বললো ইঁদুর, — প্রথমে পৃথিবীটা এত বড় ছিল যে আমার ভয় করতো। দৌড় দিতে দিতে মনটা খুশি হয়ে উঠলো। কারণ অবশেষে দূরে ডাইনে-বাঁয়ে প্রাচীরের সীমানাগুলো চোখে পড়লো। কিন্তু লম্বা প্রাচীরগুলো তাড়াতাড়ি একটার পর একটা পার হয়ে এখন আমি একদম শেষপ্রান্তে এসে পৌছেছি। এখানে কোনো একটা ফাঁদ বসানো আছে আর আমি তার পেটের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।

—"তোমায় শুধু দৌড়ের দিশাটা বদলাতে হতো।"— ব'লে তার উপর লাফিয়ে পড়লো বিড়াল।

Kleine Fabel

রুডলফ কিরস্টেন
জন্ম: ১৮৮৬, কুয়ারসা
মৃত্যু: ১৯৭২, ৎসিকাও

দুর্বল সান্ত্বনা

ডানা ভেঙে মাটিতে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিল ঈগল। ইঁদুর তাকে বললো, "আমাদের দেখে একটু সান্ত্বনা দাও নিজেকে। আকাশে তো আমরাও উড়তে পারি না।"

—"আকাশের আকাঙ্ক্ষা কী তা তোমার জানা নেই!" বিষণ্ণ সুরে বললো ঈগল। পরমুহূর্তেই সে মারা গেল।

Schwacher Trost

দুই অবস্থান

ভেড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নেকড়ে একটা ভেড়া নিয়ে চ'লে গেল। রাখাল তার দিকে পাথর ছুড়ে তার প্রতি প্রচুর গালাগালি বর্ষণ করলো। রাখালের পায়ের কাছে ফোটা মেঠোফুলেরা তাতে খুব অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলোঃ "রাখাল কেন নেকড়েকে গালি দিচ্ছে? আমাদের কোনো ক্ষতি তো ও করেনি। ও তো শুধুই দুষ্টু ভেড়াকে মেরেছে। দুষ্টু ভেড়ারাই তো খালি আমাদের মুড়িয়ে খেয়ে ফ্যালে।"

Zweierlei Standpunkte

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

লার্ক পাখি একদিন গাঢ় নীল আকাশের বর্ণনা দিয়ে ছুঁচোকে তার বিষণ্ণ অন্ধকারের জগৎ থেকে প্রসন্ন সূর্যালোকের সুখের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ছুঁচো সন্দিগ্ধ মনে তা প্রত্যাখ্যান করলো। সে বললো, "কী আছে তোমার ওই সামান্য আলোতে? খুব বেশি হ'লে তা আমার দেহের লোমকে সামান্য উষ্ণ করে। কিন্তু আমার এই অন্ধকারের মধ্যে আছে শূককীট আর কেঁচোর অপূর্ব আস্বাদ।"

Verschiedene Ansichten

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

"আমি অর্ধেক পৃথিবী বেড়িয়ে এসেছি। সব পাখির চেয়ে আমারই অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি" পেঁচাকে সোয়ালো বললো— "তাহলে জ্ঞানী ব'লে তোমার এত খ্যাতি কেন? তুমি তো শুধু অন্ধকারে ব'সে থাকো, আর পাহাড় ছেড়ে ক্বচিৎ বার হও।"

"চোখ বুজে আমি সবথেকে পরিষ্কার দেখতে পাই আর আমার চিন্তা তোমার ডানার চেয়ে আরও বেশি দূরে যায়।" —উত্তর দিলো পেঁচা।

Weisheit und Erfahrung

দূরদৃষ্টি

গোবরে ব'সে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে গুবরেপোকা দেখলো, পিঁপড়ে বাড়ি তৈরি করবে ব'লে একটা পাইন পাতা টেনে নিয়ে চলেছে।

"তোমার অত পরিশ্রমের উদ্দেশ্য কিংবা অর্থ কিছুই হয় না।" —চেঁচিয়ে পিঁপড়েকে সে বললো, "কারণ তুমিও আমার মতোই একদিন মরবে।"

"তা নিয়ে তুমি আমার নাতিপুতিদের সঙ্গে কথা বোলো।" —উত্তর দিলো পিঁপড়ে, "উপস্থিত আমি গুবরেপোকা না পিঁপড়ের মতো মরছি, তার মধ্যেই একটা বড় ফারাক রয়ে যাবে।"

Weitblick

একটি ভিন্ন হৃদয়

"আমারও তো নাইটিঙ্গেলের মতোই একই রকম গলা ঠোঁট আর জিভ!" পেঁচাকে বললো চড়াই, "কিন্তু আমার গান নাইটিঙ্গেলের গানের মতো অপূর্ব নয় কেন?"

"নাইটিঙ্গেলের বুকের মাঝের হৃদয়টি ভিন্ন।" —উত্তরে জানালো পেঁচা।

Verschiedene Herzen

অপূর্ব বাসা

"আমাকে আর কারুর প্রয়োজন হবে না!" —হেমন্তে গাছ থেকে মাটিতে ঝ'রে পড়তে পড়তে ভাবলো ঝরাপাতা। কিছু পরে এক ছোট্ট পোকা ঠিক সেই ঝরাপাতার

নিচে শীতঘুম ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভাবলো, "এর চেয়ে বেশি সুন্দর ছাদের কথা আমি আর ভাবতেই পারি না।"

Das schone Dach

হাওয়া-মোরগ

হাওয়া-মোরগ মনে মনে ভাবছিল, "আঃ, একটু যদি নিজের মর্জিমতো এদিক-ওদিকে ঘুরতে পারতাম!" সেই মুহূর্তে বাতাস পড়লো ঝিমিয়ে। সব নিথর। তখন হাওয়া-মোরগ ভেবেই পেলো না, এবার সে কী করবে!

Die Wetterfahne

বিষাদ ও স্ফূর্তি

"ভেবে দ্যাখো, সবচেয়ে সুন্দর যা কিছু— তারও একটা অন্ধকার দিক আছে।" বিষণ্ণ সুরে বললো বিষাদ।

"বোকারাই শুধু সেদিকটা লক্ষ করে, আর তার পিছনে ছোটে।" হেসে ব'লে উঠলো স্ফূর্তি।

Mißmut und Frohsinn

ভীতুর ডিম

"দেখেছিস, আমি কী বিশাল!" জাঁক ক'রে চড়াই তার ছোট্ট ছেলেমেয়েদের বললো। পরমুহূর্তে বেড়াল চড়াইকে তার থাবার মধ্যে চেপে ধরতেই সে কাতর গলায় ব'লে উঠলো, "আঃ, আমায় ছেড়ে দাও। আমি যে ছোট্ট একটা পাখি।"

Der feige Großhans

চোখ বুজে থাকে ক্ষুধা

"তুই আমাকে তোর শিং দিয়ে ভয় দেখিয়েছিস। তোকে আমি খাবো।" খরগোশকে শেয়াল বললো।

"আমার তো কোনো শিং নেই!" —চেঁচিয়ে বললো খরগোশ।

"মিথ্যা বলছিস!" —গরগর ক'রে উঠলো শেয়াল।

"একবার আমার দিকে তাকাও। দেখতে পাবে," —ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠলো খরগোশ। কিন্তু শেয়াল চোখ বুজে মরণকামড় দিলো।

Hunger kennt kein Erbarmen

সুন্দর কিন্তু বোকা

"আমার সুন্দর পালকের দিকে তাকিয়ে মন দুলে ওঠে না?" পাতিহাঁস প্রশ্ন করলো রাজহাঁসকে।

"ততক্ষণই, যতক্ষণ না তুমি প্যাঁকপেঁকিয়ে ওঠো।"

Schon, aber blöd

মানুষ

"মানুষ স্বর্গের কাছ থেকে সব পশুদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম জিনিস পেয়েছে," বলেছিল পেঁচা।

"সেজন্য সব পশুদের চেয়ে সে-ই সবচেয়ে বেশি মন্দ কাজ করে।" খরখরিয়ে ব'লে উঠেছিল দাঁড়কাক।

Die Menschen

কয়লা কী ভাবে?

"নিজেকে কেবলই অত বাড়িয়ে ভেবো না।" কয়লা শ্লেষ ক'রে বললো হীরেকে। "যদি আমি তোমার মতো এত অনায়াস জীবন কাটাতাম, তাহলে তোমার থেকে কম ঝকমক করতাম না।"

"বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত।" উত্তর দিলো হীরে।

Was Kohle so glaubt

সিংহ

প্রথমবার সিংহের গর্জন শুনে মুরগিকে বললো মশা, "ওটা খুব অদ্ভুতভাবে গুনগুন করছে তো!"

—"গুনগুন হ'লে তো ভালোই ছিল," মুরগি বললো।

—"তাহলে?"

—"ও তো কোঁক কোঁক করছে," মুরগি বললো।

—"কিন্তু সেটাও তো ও করছে খুব অদ্ভুতভাবে!"

Der Lowe

সূর্যের আলোয় সব ভাসছে? কই ?
বাদলায় চারদিক থৈ থৈ

ঠিক হলো এবার থেকে ছোট্ট পশুরা ইশকুলে পড়তে যাবে। আরও ঠিক করা হলো যে, দাঁড়কাক হবে 'সমাজবিজ্ঞান' আর 'দেশকে জানো' বিষয়ের মাস্টারমশাই। দাঁড়কাক বই হাতে ছোটদের পড়িয়ে গেল— সূর্যালোকিত দুনিয়ায় সবকিছু কীরকম যথাযথ। তার দেখানো ছবিতে কালো বা মন্দ কোনোকিছুর চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

সেই সময় এক ছোট্ট ইঁদুর ক্লাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব'লে উঠলো— পণ্ডিতমশাই, বৃষ্টি পড়ছে— বাদলায় চারিদিক থৈ থৈ।

পণ্ডিতমশাই তাঁর বই-এর দিকে তাকালেন, তারপর ঘাড় নাড়িয়ে বললেন— নাঃ, এখানে বৃষ্টির কোনো কথাই নেই।

—কিন্তু সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে! আবার চেঁচিয়ে উঠলো সেই ছোট্ট ইঁদুর।

তখন পণ্ডিতমশাই তার খাতা টেনে নিয়ে তাতে একটা 'ঙ' বসিয়ে দিলেন। তারপর 'কা কা' ক'রে ব'লে দিলেন যে, ক্লাশ চলার সময় জানালা দিয়ে বাইরে দেখলে এমনটাই ঘটবে।

Rede nicht vom Sonnenschein
regnet es zum Fenster rein

তুমুল রাগ

পিঁপড়ে বিশাল এক ওকগাছের উপর ভয়ানক রেগে গেল। পাইনের ঝরাপাতা টেনে যতবার সে তার বাড়ির পথে যায়, ততবারই ওকগাছটা তার পথের উপর পড়ে। প্রতিবারই গাছটাকে পাশ কাটিয়ে পাতা টেনে নিয়ে যেতে হয় পিঁপড়েকে। কী অপমান! অনেক সহ্য করলো পিঁপড়ে। শেষে সে রাগে ফেটে পড়লো। আপনারা ভালোই জানেন, এ অবস্থায় কীরকমটা হয়।

"তফাৎ যাও!" পিঁপড়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু প্রাচীন ওকগাছ একচুলও পাশে সরলো না। একশো বছর ধ'রে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

"চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম।" ব'লে উঠলো পিঁপড়ে, "কাল সকালে এসে যদি দেখি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো, ছুড়ে ফেলে দেবো। দু'খান হয়ে প'ড়ে থাকবে এখানে।"

সকালে আমাদেরও গিয়ে দেখার ইচ্ছে যে পিঁপড়ে কী করে!

Die grosse Wut

ক্যালেণ্ডার গল্পমালা

ব্যারটোল্ট ব্রেখ্‌ট
জন্ম : ১৮৯৮, আগুউস্‌বুর্গ
মৃত্যু : ১৯৫৬, বার্লিন

হ্যার ক. ও প্রকৃতি

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে হ্যার ক. বলেছিলেন, "আমি বাড়ি থেকে বেরোবার পথে কয়েকটা গাছ দেখলে বাস্তবিকই খুশি হবো। কেননা গাছেরা তাদের মধ্য দিয়ে দিনের ও বছরের বিভিন্ন সময়ের এক বিশেষ বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। শহরে সময় আমাদের বিভ্রান্ত করে। কারণ আমাদের কেবলই কাজের জিনিস দেখতে হয়। বাড়ি, ট্রামলাইন— এই সবই অবাসযোগ্য ফাঁকা কিংবা অর্থহীন মনে হ'তে পারে। সম্পত্তির অধিকারের উপর স্থাপিত সমাজব্যবস্থা মানুষকেও, একটা ব্যবহারের কাজের জিনিস হিসাবে দেখায়। আর অন্যদিকে যেহেতু আমি ছুতোর মিস্ত্রি নই তাই গাছ আমার কাছে শান্তির প্রলেপদায়ী একটি সত্তা। নিজেকে বাদ দিয়েও বলতে পারি, আমার খুবই মনে হয় যে, ছুতোর মিস্ত্রিরাও গাছকে মূল্যহীন একটা নিরেট বস্তুতে পরিণত করতে পারে না।"

(হ্যার ক. আরও বলেছিলেন, "আমাদের উচিত প্রকৃতির পরিমিত ব্যবহার করা। কোনো কাজ ছাড়া প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ালে মানুষ এক ধরনের অতি সামান্য একটা অসুস্থতায় পড়ে। খানিকটা জ্বরে পড়ার মতো।")

Herr K. und die Natur

সংগঠন

কয়নার একবার বলেছিলেনঃ ভাবুক কখনও কোনো আলো, কোনো আহার্য, কোনো ভাবনা— অতিবেশি ব্যবহার করেন না।

Organisation

আঙ্গিক ও মর্মবস্তু

হ্যার ক. একটা ছবি দেখছিলেন যাতে বস্তুকে খুশিমতন আকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ কিছু শিল্পীর ক্ষেত্রে এমনটা হয়; যেমন কিছু দার্শনিকের ক্ষেত্রেও

হয়ে থাকে। যখন তাঁরা বস্তুজগৎকে দেখেন, তখন তাঁরা রূপকে দেখতে গিয়ে মর্মবস্তুকে হারিয়ে ফেলেন। আমি একবার এক মালীর কাছে কাজ করেছিলাম। সে আমাকে একটা ঝাউগাছ দিয়ে সেটাকে গোলাকৃতি ক'রে দিতে বলে। গাছটা ছিল একটা টবের মধ্যে, একটা উৎসবে সেটি প্রদর্শিত হবার কথা ছিল। আমি ঝাউটা ছাঁটতে শুরু করলাম। চেষ্টা করছিলাম গোলাকৃতিটা আনতে, আর সেটা আমার অধরাই থেকে যাচ্ছিল। একবার একদিক থেকে বেশি কেটে ফেলি, তারপর আবার অন্য দিকটা। অবশেষে যখন গোলাকৃতিটা এলো, তখন সেটা হয়ে গেল একেবারে ছোট। মালী আমাকে বললো, "ভালো, গোলাকৃতি তো হয়েছে, কিন্তু ঝাউগাছটা? সেটা গেল কোন্‌খানে?"

From und Stoff

বন্ধুকৃত্য

বন্ধুকে সাহায্য করার যথার্থ শিল্পকলার উদাহরণ হিসেবে হ্যার ক. নিচের গল্পটি বলেছিলেনঃ

বৃদ্ধ এক আরবের কাছে একবার তিন যুবক এসে জানালো— "আমাদের পিতা মারা গেছেন। তিনি সতেরোটি উট রেখে গেছেন এবং উইলে বলেছেন যে, বড় ছেলে অর্ধেক, মেজ ছেলে এক-তৃতীয়াংশ, এবং ছোট ছেলে নয় ভাগের এক ভাগ উট পাবে। এখন আমরা এই ভাগ সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌছোতে পারছি না। আমাদের হয়ে তুমিই সিদ্ধান্ত নাও।" বৃদ্ধ আরব ভেবে বললো, "আমি যা দেখছি, ঠিকমতো ভাগ করতে একটি উট তোমাদের কম পড়ছে। আমার নিজের শুধু একটি উট আছে, সেটি তোমরা নিতে পারো। ওটা নিয়ে যাও, তারপর ভাগ ক'রে নিয়ে যা বাঁচবে, তা আমাকে ফেরত দিও।" বৃদ্ধকে তার এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে যুবকরা ফিরে এলো আর আঠারোটি উট এইভাবে ভাগ করলো যে, বড় ছেলে অর্ধাংশ অর্থাৎ নয়টি, মেজ ছেলে একের তিন অর্থাৎ ছয়টি এবং সবচেয়ে ছোট ছেলে নয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দু'টি উট পেলো। যার যার উট নিয়ে নেওয়ার পর তারা বিস্মিত হয়ে দেখলো যে, একটাই উট বেঁচে আছে। সেটি, তারা আবার নতুন ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে বৃদ্ধকে ফেরত দিয়ে এলো।

হ্যার ক. এই বন্ধুকৃত্যকে যথার্থ বললেন, কারণ তা বিশেষ কোনো মাশুল দাবি করেনি।

Freundschaftsdinste

নির্ভরযোগ্যতা

মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মধ্যে শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন হ্যার. ক। তাই তাঁকে সারা জীবন লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকতে হয়েছিল। একদিন আবার তিনি নিজেকে একটি অপ্রীতিকর বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন। প্রয়োজনটা ছিল এই যে, তাঁকে শহরের একাধিক স্থানে মিলিত হবার পরিকল্পনা করতে হয়েছিল, যে স্থানগুলি একটা অপরটার থেকে বেশ দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। যেহেতু সে-সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাই তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে তাঁকে একটা ওভারকোট ধার চাইতে হয়েছিল। বন্ধুটি তাঁকে কোটটি ধার দিতে রাজি হয়, যদিও তাকে সেজন্য একটা পূর্বনির্দিষ্ট ছোট কাজ তাকে বাতিল করতে হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে হ্যার ক.-এর অসুস্থতা এত বাড়লো যে, তাঁর আগের কর্মসূচি বাতিল করতে হলো ও সম্পূর্ণ নতুন এক প্রয়োজন তাঁর সামনে দেখা দিলো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা স্বত্ত্বেও কয়নার তাড়াহুড়ো ক'রে সেইসময় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া ওভারকোটটি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর দিক থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য।

Verlaßlichkeit

অসহায় বালক

রূঢ়তা আর অবিচারের যন্ত্রণা কীভাবে ঘুণপোকার মতো মনকে কুরে কুরে খায়, সেই প্রসঙ্গে কয়নার এই গল্পটি বলেছিলেনঃ "এক পথিক তার পাশ দিয়ে এক বালককে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে তাকে ডেকে তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলো। বালকটি পথিককে বললো, 'আমি সিনেমায় যাবো ব'লে দুটো টাকা জমিয়েছিলাম। কিন্তু একটি বড় ছেলে এসে তার থেকে একটি টাকা কেড়ে নিয়ে চ'লে গেল।' — 'এই ব'লে সে দূরের একটা ছেলেকে দেখালো। পথিক জানতে চাইলো, 'তুই কোনো লোক ডাকলি না?' পথিক তাকে আদর করতে করতে প্রশ্ন করলো, 'তোর কথা কেউ শুনলো না?' ছেলেটি ফুঁপিয়ে উঠে জানালো, 'না।' —'তুই আরও জোরে চিৎকার করতে পারলি না? তাহলে বাকি টাকাটা এখন আমায় দিয়ে দে।' —এই ব'লে পথিক সেই টাকাটাও সেই ছেলেটির কাছ থেকে কেড়ে নিলো এবং শান্তভাবে তার গন্তব্যে যাত্রা করলো।"

Der hilflose Knabe

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে

কয়নারকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঈশ্বর আছেন কী না? উত্তরে কয়নার বলেছিলেন, "আমি আপনাকে একটু ভাবতে অনুরোধ করছি, এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আপনার জীবনধারার কোনো পরিবর্তন যুক্ত কিনা? যদি কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে আমরা প্রশ্নটিকে বাতিল ক'রে দিতে পারি। আর যদি তা না হয়, তাহলে আমি শুধু এটুকুই জানিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি যে, আপনি নিজেই ঠিক করেছেন যে আপনার একজন ঈশ্বর দরকার।"

Die Frage, ob es einen Gott gibt

আলাপচারিতা

কয়নার এক ভদ্রলোককে বললেন, "আমাদের আলাপচারিতা অর্থহীন।" —"কেন?" শঙ্কিত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন। কয়নার সখেদে বললেন, "তার কারণ আপনার উপস্থিতিকে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু দিয়ে আমি আপ্যায়ন করতে পারছি না।" —"তাতে আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না।" জানালেন ভদ্রলোক। তিক্ত সুরে কয়নার বললেন, "আমারও তাই মনে হয়, তবে আমার তাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।"

Gespräche

অতিথিপরায়ণতা

কোনো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে কয়নারও, তাঁকে দেওয়া ঘর— যেমনটি ছিল ঠিক তেমনভাবেই রেখে আসতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, ব্যক্তির সর্বত্র তার নিজের উপস্থিতির ছাপ রেখে আসা অনুচিত। বরং তিনি তাঁর সত্তাকে ততটাই পরিবর্তন করার চেষ্টা করতেন, যতটা নতুন জায়গার সঙ্গে খাপ খায়। অবশ্য তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে তিনি নতুন পরিস্থিতির জন্য কখনও বিসর্জন দিতেন না।

কয়নার যখন অতিথি আপ্যায়ন করতেন, তখন অতিথির প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে তিনি একটি চেয়ার অথবা একটি টেবিল তার পুরোনো স্থান থেকে তুলে নতুন কোনো একটা জায়গায় এনে রাখতেন। তিনি বলতেন, "আমার অতিথির পক্ষে কোন্‌টা ভালো— তা আমিই ঠিক করবো, এবং সেটাই হবে বেশি ভালো।"

Gastfreundschaft

অচেনা বাড়িতে হ্যার কয়নার

অচেনা নতুন একটা বাড়িতে পা দিয়ে আরাম ক'রে বিশ্রাম নেবার আগে কয়নার প্রথমে বাড়ির বাইরে যাবার পথগুলি দেখে নিলেন। প্রশ্নের উত্তর করতে গিয়ে একটু অস্বস্তি সহকারে তিনি বললেন, "যেহেতু আমি ন্যায়ের পক্ষে, তাই বাড়ির অনেকগুলো বাইরে যাবার পথ থাকলে আমার খুব ভালো হয়।"

Herr K. in einer fremden Beahausung

আচরণই জ্ঞানের দ্যোতনা

এক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক কয়নারের কাছে এসে তাঁকে নিজের গভীর জ্ঞানের বিবরণ দেন। দু'চার মুহূর্ত পরে কয়নার তাঁকে বলেন, "আপনি আড়ষ্টভাবে বসেছেন, আড়ষ্টভাবে কথা বলছেন, চিন্তাও করেন আড়ষ্টভাবে।" দর্শনের অধ্যাপক রেগে বললেন, "আমি নিজের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইনি, বরং আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।" "আপনার তো কোনো বিষয়বস্তু নেই," — হ্যার কয়নার বললেন, "আমি দেখছি আপনি অসহজ। আর আপনি চলেছেন, কিন্তু আপনাকে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছোতে আমি দেখছি না। আপনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কোনো স্বচ্ছ ধারণায় আপনি পৌঁছোন না। আপনার ভঙ্গিমাটা দেখে আপনার লক্ষ্যের প্রতি আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই।"

Weise am Weisen ist die Haltung

হ্যার ক. যদি কাউকে ভালোবাসতেন

কয়নারকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "কাউকে ভালোবাসলে আপনি কী করবেন?" কয়নার উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তার একটি স্কেচ আঁকবো, আর চেষ্টা করবো একটি অপরটির সাথে যাতে মেলে।" —"মানে, মানুষটির সাথে স্কেচটি?" —"না," কয়নার উত্তর দিয়েছিলেনঃ "স্কেচটির সঙ্গে মানুষটি।"

Wenn Herr K. einen Menschen liebte

হ্যার ক. এবং পরিণতি

কয়নার একদিন তাঁর এক বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কিছুদিন আগে একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমার বাড়ির বিপরীতের বাড়িতে তিনি বাস করেন। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আমার কোনো আগ্রহ নেই— যদিও সম্পর্ক না

রাখারও তেমন কোনো কারণ পাচ্ছি না। আবার আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি— যে ছোট্ট বাড়িটিতে কিছুকাল আগে পর্যন্তও তিনি ভাড়া থাকতেন, সে বাড়িটি তিনি কিনে নিয়েছেন। আর কেনার পরই— আলো আসে ,না ব'লে জানালার সামনের খেজুরগাছটি তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন, যদিও গাছটি তখনও প্রচুর আধপাকা ফলে ভ'রে ছিল। এখন এ ঘটনাটিকে কি আমি আপাতভাবে বা বাস্তবে তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করার কারণ হিসাবে গ্রহণ করবো?"

কয়নার ক'দিন পরে তাঁর বন্ধুকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমি লোকটার সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছি। দেখুন, লোকটি পূর্বতন মালিককে কয়েকমাস ধ'রেই গাছটা কাটানোর জন্যে ব'লে আসছিলেন। কেননা গাছটি আলো আটকাতো। বাড়ির পূর্বতন মালিক গাছটি কাটাননি, কেননা তিনি চাইছিলেন গাছের ফলগুলি পাকুক। এখন মালিকানা হস্তান্তর হ'তেই ওই লোকটি সত্যিসত্যিই গাছটি কাটিয়ে দিলেন— যদিও গাছটি অপরিপক্ক ফলে ভ'রে ছিল। এখন এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের জন্য আমি তাঁর সাথে সম্পর্ক ছেদ করলাম।"

Herr K. und die Konesquenz

ভাবনার পিতৃত্ব

কয়নার প্রসঙ্গে বলা হতো যে, তাঁর মতে ইচ্ছাই চিন্তার জনক। তিনি বলতেন, "এমন চিন্তা কোনোদিনই ছিল না— ইচ্ছা যার জনক নয়, শুধু এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে যে, কোন্ ইচ্ছা। কিন্তু পিতৃত্ব নির্ধারণ করা কঠিন— তাই মনে এমন সংশয় আসা উচিৎ নয় যে, কোনো জাতকের আদপেই কোনো পিতা না থাকতেও পারে।"

Die Vaterschaft des Gedankens

নিজস্বতা

হ্যার ক. দুঃখ ক'রে বলেছিলেনঃ "আজকাল অনেককেই দেখছি যারা সাধারণ মানুষের কাছে অহংকার ক'রে ব'লে থাকে যে, তারা একাই সম্পূর্ণ একটি মহৎ গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। সকলে তা মেনেও নেন। চীনা দার্শনিক শুয়াং শি যৌবনে লক্ষ শব্দের একটি বই রচনা করেছিলেন। তার দশ ভাগের নয় ভাগ উদ্ধৃতি। এমন বই এখন আর লেখা হবে না। কারণ সেই প্রতিভা এখন নেই। ফলে চিন্তা এখন লোকের নিজের যন্ত্রেই প্রস্তুত হচ্ছে। আর যিনি অনেক লিখতে বা উৎপাদন করতে পারেন না, তাঁকে সবাই কুঁড়ে ব'লে ভাবে। স্বাভাবিকভাবেই এমন কোনো চিন্তা

এখন নেই— যা একের থেকে অন্যজন গ্রহণ করছেন, বা চিন্তার এমন কোনো উপস্থাপনা নেই— যা উদ্ধৃত হচ্ছে। কাজের জন্য এঁদের সকলের প্রয়োজন কত সামান্য! কিছু কাগজ আর কলম? এটুকুই তাঁরা শুধু দেখাতে পারেন। কোনো সাহায্য ছাড়া সামান্য উপকরণ নিয়ে একজন যা করতে পারেন, এঁরা তা-ই করছেন— কুঁড়েঘর তুলছেন। সৌধ এঁরা দেখেননি, অথবা এমনভাবে দেখেননি, যাতে একজনও তা নির্মাণ করতে পারেন।"

Originalitat

সাফল্য

জনৈকা চিত্রাভিনেত্রী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়নার মন্তব্য করলেন, "মেয়েটি সুন্দরী।" সঙ্গী জানালেন, সৌন্দর্যের জন্য মেয়েটি সম্প্রতি সাফল্য পেয়েছে। "আদৌ নয়," —রাগত স্বরে কয়নার বললেন, "ও সুন্দরী, কারণ ও জীবনে সফল।"

Erfolg

যখনকার কাজ তখন— এই বিঘ্ন প্রসঙ্গে

একদিন কয়নার প্রায় অপরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে আতিথ্য নিতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর গৃহকর্তা শোবার ঘরের এককোণে, বিছানা থেকে দেখা যায়, এমন একটা স্থানে একটি ছোট টেবিলের উপর প্রাতঃরাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র সাজিয়ে রেখেছেন। মনে মনে, তাঁর জন্য সবরকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত গৃহকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কয়নার ভাবতে বসলেন যে তিনিও রাত্রে শুতে যাবার আগে প্রাতঃরাশের বাসনপত্র সাজিয়েগুছিয়ে শুতেন কিনা। একটু ভাবার পর তিনি এটাকে কিছু সময়ের জন্য সঠিক ব'লেই ভাবলেন। এটাও তাঁর খুব সঠিক ব'লে মনে হলো যে অন্যেরাও কখনও কখনও কিছুটা সময় এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবেন।

Über die Ströung des "Jetzt für das Jetzt"

˃ কয়নার এবং বিড়াল

হ্যার কয়নার বিড়াল পছন্দ করতেন না। বিড়ালকে তাঁর কখনও মানুষের বন্ধু ব'লে মনে হতো না, তিনিও তাদের বন্ধু ছিলেন না। তিনি বলতেন, "আমাদের স্বার্থ যদি

এক হতো তাহলে তার শত্রুসুলভ আচরণে আমার কিছু এসে যেতো না।" কিন্তু তবুও কয়নার খুব অনিচ্ছাভরে তাঁর চেয়ার থেকে বিড়াল তাড়াতেন। —"শান্তিতে একটু বিশ্রাম নেওয়াটা একটা কাজ," বলতেন তিনি, "ওরও জীবনে সাফল্য দরকার।" বিড়াল তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়লে তিনি তাঁর জায়গা ছেড়ে নিজে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বিড়ালটাকে উষ্ণ জায়গা দিতেন। —"ওদের অঙ্ক খুব সরল" বলতেন তিনি, "ওরা চেঁচালে লোকে দরজা খুলে দেয়, লোকে যদি দরজা না খোলে তাহলে ওরা আর চেঁচাবে না। চেঁচানোর অর্থ প্রগতি।"

Herr K. und die Katzen

কয়নারের প্রিয় জন্তু

কয়নারকে তাঁর কোন্ পশু প্রিয় ও কোন্ পশুকে তিনি সবথেকে বেশি মূল্য দেন, প্রশ্ন করাতে তিনি হাতির নাম করেন। তাঁর মতের সপক্ষে তিনি নিচের যুক্তিগুলি হাজির করেনঃ হাতি জীবনে শক্তির সাথে কৌশলের মিলন ঘটায়। এটা কোনো নীচ ইতরশ্রেণীর কৌশল নয়— যা কারুর নজরে না প'ড়ে এড়িয়ে যাবার জন্য, বা কারুর নজরে না প'ড়ে খাদ্য-হাতানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা বরং সেই কৌশল, যা বড় মাপের কাজের জন্য মহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। হাতি কোথায় ছিল— তার রেখে যাওয়া চিহ্ন তা অন্যকে ব'লে দেয়। তদুপরি এরা সুপ্রকৃতির— কৌতুক বোঝে। সে ভালো বন্ধু ও ভালো শত্রু। বিশাল ও গুরুভার হওয়া সত্ত্বেও তড়িৎগতিসম্পন্ন। শুঁড় দিয়ে তার বিশাল দেহকে সে ক্ষুদ্রতম আহার্য— ছোট্ট বাদাম পর্যন্ত যোগায়। তার কান ঘোরানো-ফেরানো যায়; যা সে পছন্দ করে, তাকেই শুধু মানায়— তা-ই সে শোনে। হাতি খুবই দীর্ঘজীবী। সে মিশুকে স্বভাবের। আর সেই স্বভাব তার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বত্র সে যেমন প্রিয়ভাজন, আবার তেমনই সকলে তাকে ভয়ও করে। কিছু কমিক্স-এ এটাও দেখা গেছে যে, হাতি শ্রদ্ধাভাজনও হয়ে উঠতে পারে। তার চামড়া মোটা— যাতে ছুরিও ভেঙে যায়। কিন্তু তার প্রকৃতি নরম। সে দুঃখিত হয়। রাগান্বিতও হ'তে পারে। আনন্দের সাথে নাচে। গভীর জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করে। শিশু সে ভালোবাসে, আর অন্য ছোট জন্তুদেরও পছন্দ করে। তার রং ধূসর। সে শুধুমাত্র বৃহদায়তনের জন্যই নজরে পড়ে। হাতি কেউ খায় না। সে সুচারুভাবে কাজ করতে পারে। আনন্দে সুরাপান করে এবং খুশিতে উচ্ছল হয়। শিল্পের জন্যও সে কিছু করে; দাঁতের যোগান দেয়।

Herr K.s Lieblingstier

প্রাচীন যুগ

শিল্পী লুণ্ডস্ট্রোমের কয়েকটা জলের ক্যান আঁকা একটা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যার ক. বলেছিলেন, "এটা সুপ্রাচীন বর্বর যুগে আঁকা একটা ছবি। মানুষ হয়তো তখন সব বস্তু স্পষ্ট ক'রে চিনতে শেখেনি। গোল আকৃতিটা ঠিকমতো গোল হয়নি, সূচালো মুখটা ঠিকমতো সূচালো নয়। শিল্পীকে বুঝি জিনিসটা আবার নূতন ক'রে গড়তে হতো। মানুষ তখন আবছা অস্পষ্ট সন্দেহজনক বিমূর্ত আকৃতির এত বস্তু দেখতো যে তাদের পূর্ণতার তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকতো। তারা হৈ হৈ ক'রে উঠতো যদি তারা দেখতো কেউ তার ভাঁড়ামো বিক্রি করতে পারেনি। কাজটা বহুজনের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ছবিতে সেটাও বেশ দেখা যাচ্ছে। যারা আকৃতি গড়ছে, তারা— বস্তুটা কী কাজে আসবে তা নিয়ে ভাবেনি, এই জলের ক্যান থেকে কেউ কখনও জল ঢালতে পারবে না। তখন সম্ভবত প্রচুর লোক ছিল— যাদের বস্তু হিসাবে দেখা হতো। তা নিয়েও শিল্পীকে সতর্ক থাকতে হতো। এক বর্বর, সুপ্রাচীন যুগ।" কয়নারকে জানানো হলো যে, ছবিটা বর্তমান কালেই আঁকা। "হ্যাঁ", কয়নার বিষণ্ণভাবে বললেন, "অতি প্রাচীন যুগের।"

Das Altertum

ন্যায়বিচার

হ্যার ক. প্রায়শ প্রাচীন চীনদেশের একটি ন্যায়বিচারের নির্দেশিকাকে আদর্শ ব'লে উল্লেখ করতেন। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী বড় বড় মামলার বিচারের জন্য বিচারককে বহু দূরের কোনো প্রদেশের থেকে পাড়ি দিয়ে নিয়ে আসা হতো। ফলে তাঁদের উৎকোচ দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়তো এবং তাঁরাও কম উৎকোচপ্রবণ হতেন। কেননা স্থানীয় বিচারকরা এ ব্যাপারে কড়া নজর রাখতো, অর্থাৎ তারা— যারা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত থাকতো ও নবাগতা বিচারপতিদের ক্ষতিসাধন করতে চাইতো। এই বহিরাগত বিচারকদের এলাকার রীতিনীতি ও পরিস্থিতি— প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানা থাকতো না। বার বার ক'রে অন্যায় সংঘটিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ন্যায়ের চরিত্র নেয়। কিন্তু নতুন বিচারকদের সবকিছু নতুন ক'রে জানতে হতো। ফলে তাঁরা তার মধ্য থেকে শুধু নজরে পড়ার মতো বিষয়গুলি বেছে নিতেন। বস্তুমুখী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিশেষে তাঁরা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য— যেমন কৃতজ্ঞতা, শিশুপ্রেম, চেনা ব্যক্তির প্রতি নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হতেন না। আর তাঁরা ততটা সাহস পেতেন যে নিজেদের চারপাশে শত্রুবৃদ্ধি করতে পারতেন।

Rechtsprechung

সদুত্তর

আদালতে বিচারক এক শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ নেবে, না, সাধারণ শপথবাক্য পাঠ করবে?"

শ্রমিকটি উত্তর দিলো, "আমি বেকার।"

কয়নার জানালেনঃ "শ্রমিকের এই উত্তরটি শুধুমাত্র অন্যমনস্কতা প্রসূত নয়। এই উত্তর ব'লে দিচ্ছে— শ্রমিকটির অবস্থান এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে এই প্রশ্ন বা বিচারব্যবস্থা, দু'টিই পুরোপুরি অর্থহীন।"

Eine gute Antwort

সক্রেটিস

দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা বই প'ড়ে হ্যার ক. খুব তাচ্ছিল্য ক'রে, দার্শনিকদের— যাঁরা মূলত দুর্বোধ্যভাবে বস্তুকে উপস্থাপনা করেন— তাঁদের প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বলেছিলেন, "সোফিস্টাররা যখন কিছু না প'ড়েই খুব জানেন ব'লে জাহির করছিলেন, তখন আর একজন সোফিস্ট সক্রেটিস এসে আবার একটা উদ্ধত দুর্বোধ্য মন্তব্য করলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না। লোকে ভেবেছিল যে, তিনি একটা বাক্য এর সাথে জুড়বেন— "কারণ আমি কিছুই পড়িনি।" (কারণ কিছু জানতে হ'লে আমাদের পড়তে হয়)। কিন্তু মনে হয় তিনি আর কিছু বলেননি। সম্ভবত অপরিমেয় করতালি, যা তাঁর প্রথম বাক্যের পর দু'হাজার বছর ধ'রে বর্ষিত হয়েছিল তাতে তাঁর পরের বাক্যগুলি ডুবে গিয়েছিল।"

Sokrates

রাষ্ট্রদূত

কয়েকদিন আগে আমি হ্যার ক.-এর সঙ্গে এক বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, যিনি তাঁর সরকারের আদেশে তাঁর দেশের হয়ে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। কিন্তু বেদনার সঙ্গে পরে আমরা জেনেছিলাম যে, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল— যদিও তিনি তাঁর কাজগুলি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল যে, তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে আমাদের অর্থাৎ শত্রুদের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি তা না ক'রেই সফল হ'তে পারতেন?"

"অবশ্যই না," —হ্যার কয়নার বলেছিলেন, "শত্রুদের ভালোভাবে নাড়াচাড়া করার জন্য তাঁকে ভালো আহার করতে হতো, অপরাধীদের খোশামোদ করতে হতো, নিজের দেশ সম্পর্কে অকুণ্ঠভাবে ঠাট্টাও করতে হতো যাতে ক'রে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "তাহলে তিনি তো ঠিক আচরণই করেছিলেন?" প্রক্ষিপ্তভাবে কয়নার উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই। তাঁর আচরণ খুবই সঠিক ছিল।" —একথা ব'লে হ্যার ক. আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। কিন্তু জামার হাতা ধ'রে টেনে আমি তাঁকে থামালাম। উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে কেন ফিরে যাবার পর তাঁকে এই অবমাননার সামনে পড়তে হলো?"

নিরাসক্তভাবে হ্যার ক. জানিয়েছিলেন, "ভদ্রলোক সম্ভবত ভালো খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অপরাধীদের সঙ্গে সম্পর্কও বজায় রেখে চলেছিলেন, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্যেই তাঁর সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।" দ'মে গিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "তাহলে আপনার মতে ওরা তাঁর সঠিক মূল্যায়নই করেছিল?" —"অবশ্যই, তাছাড়া আর কী-ই-বা ওরা করতে পারতো?" বললেন হ্যার কয়নার, "তাঁর সাহস ও সেই সাহসের ফলশ্রুতি— মৃত্যুতুল্য একটি কাজ হাতে নেওয়ার মতো মন তাঁর ছিল। এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওরা কি এখন তাঁকে কবরস্থ না ক'রে বাইরের হাওয়ায় ঝুলিয়ে রাখবে আর তার পচা গন্ধ সহ্য করবে?"

Der Gesandte

সম্পত্তির প্রতি স্বাভাবিক টান প্রসঙ্গে

আলোচনা-প্রসঙ্গে যখন এক ব্যক্তি সম্পত্তির প্রতি টানকে স্বাভাবিক ব'লে জানান, তখন হ্যার কয়নার এক প্রাচীন আদিবাসী জেলেদের এই কাহিনীটি বলেছিলেনঃ এক দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে কিছু জেলে বাস করতো, যারা তাদের বাসস্থান— তটভাগের সন্নিহিত সমুদ্রকে— শক্ত ক'রে নোঙর দেওয়া বয়া দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছিল। এই খণ্ড-জলভাগগুলিকে তারা তাদের নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির থেকেও বেশি ভালোবাসতো। তারা মনে করতো— তারা এই জলভাগগুলির অংশ, সেই হিসাবে তারা বড় হয়েছে। যদি তারা ওই জলভাগ থেকে কোনো মাছ না পেতো, তাহলেও তারা কখনও আশা ছাড়তো না। আর বন্দর শহরের অধিবাসীদের, যাদের কাছে তারা তাদের ধরা মাছ বিক্রি করতো,

তাদের উপর শাপশাপান্ত করতো। কারণ তাদের কাছে ওরা ছিল শিকড়হীন প্রকৃতিবিচ্যুত এক মানুষের দল। তারা নিজেদের জলের মানুষ ব'লে মনে করতো। কোনো বড় মাছ ধরলে, মাছটি তারা একটি বড় পাত্রে রেখে তার একটা নামকরণ করতো এবং সেটাকে তাদের নিজেদের সমস্ত সম্পত্তির চেয়েও বেশি ভালোবাসতো। কিছুদিন যাবৎ তাদের আর্থিক অবস্থার নাকি অবনতি হয়েছে। কিন্তু তারা উন্নয়নমূলক সমস্ত সংস্কারের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছে, এবং একাধিক সরকার, যারা তাদের রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করেছে তাদের পতন ঘটিয়ে দিয়েছে। এই জেলেরা সংশয়াতীতভাবে সম্পত্তির প্রতি টানের শক্তিকে প্রমাণ করেছে যে-শক্তির কাছে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আবদ্ধ।

Der naturliche Eigentumstrieb

হাঙরেরা যদি মানুষ হতো

"হাঙরেরা যদি মানুষ হতো" —বাড়িওয়ালীর ছোট্ট মেয়েটি হ্যার কয়নারকে প্রশ্ন করেছিল, "তাহলে কি তারা ছোট্ট মাছেদের প্রতি আরও ভালো, আরও সুন্দর ব্যবহার করতো?" —"নিশ্চয়ই", বলেছিলেন হ্যার ক., "হাঙরেরা যদি মানুষ হতো, তাহলে তারা সমুদ্রে ছোট মাছেদের জন্য বড় আর মজবুত খাঁচা বানাতো; সেই খাঁচায় সবরকম খাবারের বন্দোবস্ত থাকতো— জলজ উদ্ভিদ থেকে শুরু ক'রে জীবজন্তু পর্যন্ত। তারা দেখতো, যাতে খাঁচায় সবসময় জল টাটকা থাকে। সবরকম স্বাস্থ্যবিধিও তারা গ্রহণ করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ছোট মাছের পাখনা একটু ছ'ড়ে যেতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হতো— যাতে হাঙরদের ফাঁকি দিয়ে, সময় হবার আগেই সে পট্ ক'রে ম'রে না যায়। যাতে ছোট মাছেরা বিষণ্ণ হয়ে না পড়ে, সে-জন্য মাঝে মাঝে সমুদ্রের নিচে জলমেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হতো। কেননা হাসিখুশি মাছ বিষণ্ণ মাছের থেকে খেতে ভালো। সেইসব খাঁচার মধ্যে স্কুলও থাকতো। এই স্কুলে ছোট মাছেরা শিখতো, কীভাবে সাঁতার দিয়ে বড় হাঙরের মুখগহ্বরে গিয়ে ঢুকতে হয়। তাদের ভূগোলও পড়তে হতো যাতে কোনো অলস হাঙর কুঁড়েমি ক'রে কোথাও শুয়ে থাকলে তাকে খুঁজে নিতে পারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই ছোট মাছেদের নীতিশিক্ষার উপরই সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হতো। তাদের শেখানো হতো সমুদ্রের সবচেয়ে মহত্তম ও সুন্দরতম বিষয় হলো আনন্দের সঙ্গে আত্মোৎসর্গ করতে পারা। এবং এও শেখানো হতো যে, সকলের উচিত হাঙরদের বিশ্বাস করা, বিশেষ ক'রে যখন হাঙরেরা বলে যে, ছোট মাছেদের জন্য তারা এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গ'ড়ে দেবে।

ছোট মাছেদের এই শিক্ষা দেওয়া হতো যে, ভবিষ্যৎ তখনই নিশ্চিত— যখন তারা অনুগত ও বাধ্য থাকতে শিখবে। যাবতীয় নীচ, বস্তুবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, ও মার্ক্সীয় ভাবধারা থেকে ছোট মাছেদের আত্মরক্ষা করতে শিখতে হতো, এবং কারুর মধ্যে ওই ধরনের ভ্রান্তি দেখা গেলেই তা তৎক্ষণাৎ হাঙরদের কানে পৌঁছে দেওয়াটা তাদের কর্তব্য হতো। হাঙরেরা মানুষ হ'লে স্বাভাবিকভাবেই তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধও করতো (বিদেশী মাছেদের খাঁচা বা বিদেশী ছোট মাছ জয় করার জন্য)। সেইসব যুদ্ধ করতে হাঙররা অবশ্যই ছোট মাছেদের পাঠাতো। তারা পরিষ্কার ক'রে ছোট মাছেদের বুঝিয়ে দিতো যে তাদের নিজেদের ও বিদেশী মাছেদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফারাক আছে। তারা জানাতো, মাছেরা যদিও নির্বাক তবে বিদেশী মাছেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় নির্বাক। তাই পরস্পরের বক্তব্য তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যুদ্ধে কোনো ছোট মাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় নির্বাক শত্রুপক্ষীয় কিছু মাছ মারলে তাকে সামুদ্রিক লতার তৈরি পদক দিয়ে সম্মানিত করা হতো ও বীরচক্র দেওয়া হতো। হাঙরেরা মানুষ হ'লে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পকলারও বিকাশ ঘটতো। সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হতো যাতে হাঙরদের দাঁত— চমৎকার উজ্জ্বল বাহারি রঙে আঁকা থাকতো। তাদের মুখগহ্বর— সুন্দর পার্ক হিসাবে এঁকে দেখানো থাকতো। যেখানে মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়ানো যায়। সমুদ্রের তলদেশে থিয়েটারে দেখানো হতো কীভাবে নির্ভীক ছোট মাছেরা উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে হাঙরদের মুখগহ্বরে গিয়ে ঢুকছে। সঙ্গীত এত মধুর হতো যে, তার মূর্চ্ছনায়— স্বপ্নিল মধুর ভাবনায় বিভোর ছোট মাছেরা বাদ্যকরদের আগে আগে গিয়ে হাঙরদের বিবরে ঢুকে পড়তো। হাঙরেরা মানুষ হ'লে তাদের একটা ধর্মও থাকতো। সেই ধর্মে শেখানো হতো যে, ছোট মাছেরা হাঙরের জঠরেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ঠিকমতো বাঁচতে শুরু করে। অপিচ, হাঙরেরা মানুষ হ'লে মাছেরাও এখনকার মতো সবাই আর সমান থাকতো না। তাদের মধ্যে কিছু মাছ সরকারী পদলাভ করতো আর অন্য ছোট মাছেদের তত্ত্বাবধায়ক হতো। অল্প বড় মাছেরা তুলনায় ছোট মাছেদের খাওয়ার অধিকার পেতো। এবং তা হতো হাঙরদের পক্ষে বিশেষ তৃপ্তির কারণ। কেননা তাহলে তারা নিজেরা বেশি বড় আর সুস্বাদু মাছ খেতে পেতো। বড় পদওয়ালা মাছেরা ছোট মাছেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতো; এবং শিক্ষক, অফিসার, ও খাঁচা বানাবার প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি হতো। সংক্ষেপে,— হাঙরেরা মানুষ হ'লে সমুদ্রের তলায় সর্বপ্রথম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতো।

Wenn die Haifische Menschen wären

প্রশংসা

কয়নার শুনেছিলেন পুরোনো ছাত্ররা তাঁর প্রশংসা করেছে। তখন তিনি বলেছিলেন, "ছাত্ররা শিক্ষকের ভুলগুলি দীর্ঘদিন আগে ভুলে গেলেও শিক্ষক নিজে সেগুলি মনে রাখেন।"

Das Lob

প্রতীক্ষা

হ্যার কয়নার একবার একদিন, তারপর এক সপ্তাহ, তারপর আরও একমাস কোনো একটা কিছুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, "আরও একমাস আমি প্রতীক্ষায় থাকতেই পারতাম, কিন্তু আজকের দিনটি আর এই সপ্তাহটি আমি আর কিছুতেই প্রতীক্ষায় থাকতে পারছি না।"

Warten

দিশার সাধক

হ্যার ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি রেখেছিলেনঃ

"প্রতি সকালে আমার প্রতিবেশী গ্রামোফোন বাজায়। কেন সে গ্রামোফোন বাজায়? কারণ শুনতে পাই— সে ব্যায়াম করে। কেন সে ব্যায়াম করে? কারণ তার শক্তির প্রয়োজন। কী জন্য তার শক্তির প্রয়োজন? কারণ শহরে তার যত শত্রু আছে, তাদের হারিয়ে দিতে হবে। শত্রুদের কেন হারিয়ে দিতে হবে? কারণ শুনতে পাই যে, সে খেয়ে-প'রে থাকতে চায়।"

হ্যার ক. যখন শুনলেন যে তাঁর প্রতিবেশী গ্রামোফোন বাজায় ব্যায়াম করার জন্য, ব্যায়াম করে শক্তিশালী হবার জন্য, শক্তিশালী হ'তে চায় শত্রুদের মারার জন্য, শত্রুদের মারে খাওয়ার সংস্থান করার জন্য— তখন তিনি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেনঃ "সে খায় কেন?"

Der Zweckdiener

উৎকোচে বশীভূত না করার শিল্পকলা

হ্যার কয়নার জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে এক ব্যক্তিকে সুপারিশ করেছিলেন; কারণ সে উৎকোচে বশীভূত হতো না। দুই সপ্তাহ পরে ব্যবসায়ী হ্যার কয়নারের কাছে এসে

আবাব জিজ্ঞাসা করলো, "উৎকোচে বশীভূত হয় না বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন?" হ্যার ক. বললেন, "যখন আমি বলেছি, যাকে আপনি রাখছেন— সে উৎকোচে বশীভূত হয় না, তখন আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, ওই লোকটিকে আপনি উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করতে পারবেন না।" —"বটে!" বেকুব হয়ে ব্যবসায়ীটি বললো, "তাহলে এই ভয় করতেই পারি যে, সে আমার শত্রুদের কাছে বশীভূত হয়।" —"সেটা জানার আমার দরকার নেই।" নিরাসক্ত স্বরে বলেছিলেন কয়নার। —"কিন্তু আমার জানার দরকার।" তিক্ত স্বরে বলেছিল ব্যবসায়ীটি, "সবসময় আমার পোঁ ধ'রে চলে, তার মানে আমার কাছেও ও নিজেকে বিকোতে পারে।" হ্যার কয়নার হতাশভাবে হাসলেন, তারপর বললেন, "কিন্তু আমার কাছে সে কখনও নিজেকে বিকোবে না।"

Dic Kunst, nicht zn bestechen

দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি ঘৃণা

হ্যার কয়নার বিশেষ কোনো একটি দেশে বসবাস করা জরুরি মনে করতেন না। তিনি বলতেন, "যে-কোনো দেশেই আমাকে অনাহারে কাটাতে হ'তে পারে।" একদিন কোনো এক শহরের পথ ধ'রে তিনি যাচ্ছিলেন। শহরটিকে, যে দেশে তিনি তখন বাস করতেন, সেই দেশের শত্রুদেশ দখল করেছিল। তাঁর উল্টোদিক থেকে আসছিল শত্রুপক্ষের এক অফিসার। সে তাকে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য করলো। কয়নার রাস্তায় নামলেন। আর সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন যে, লোকটির উপর তিনি রেগে গিয়েছেন। শুধু ওই লোকটির উপর নয়, বরং সেই দেশেরও উপর— যে দেশের সে নাগরিক। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল যে, ওই দেশটা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাক। কয়নার ভাবলেন, "কী ক'রে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ন্যাশনালিস্ট হয়ে গেলাম? এই কারণের জন্য যে, একজন ন্যাশনালিস্ট-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেইজন্যই এই মূর্খতাকে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করা উচিত। কারণ এর সামনে পড়লে মানুষ মূর্খ হয়ে যায়।"

Vaterlandsiebe, der Haß gegen Vaterlander

ক্ষুধার আর্তি

দেশ প্রসঙ্গে কয়নার বলেছিলেন, "সর্বত্রই আমার খেতে না পাওয়ার সমস্যা আছে।" তখন এক মনোযোগী শ্রোতা প্রশ্ন করেন যে, তা কী ক'রে সম্ভব? যখন বাস্তবে

তিনি খেতে পাচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন যে তাঁর না খেতে পাওয়ার সমস্যা আছে! কয়নার তখন এই ব'লে নিজেকে সমর্থন করেন, "মনে হয় আমি বলতে চেয়েছিলাম, ক্ষুধার বিশ্বে— আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমি বসবাস করতে পারি। একথা ঠিক যে আমি নিজে ক্ষুধার্ত, না, ক্ষুধার বিশ্বে আমি বসবাস করছি— এ দুটোর মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজেকে সমর্থন ক'রে এটুকু বলতে পারি যে, আমার মতে ক্ষুধার বিশ্বে বাস করা যদিও নিজে ক্ষুধার্ত থাকার মতো মন্দ নয়, তবুও তা যথেষ্টই মন্দ। আমি যে ক্ষুধার্ত, তা কারুর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হ'তেও পারে, কিন্তু একথা জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বে ক্ষুধা ছেয়ে থাকবে— আমি তার বিরোধী।"

Hungern

যখন পরামর্শ গৃহীত হবে না তখনকার জন্য পরামর্শ

হ্যার কয়নার উপদেশ দিয়েছিলেন, যে-ক্ষেত্রে পরামর্শ হয়তো গৃহীত হবে না এমন ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে সম্ভব হ'লে তার সঙ্গে অতিরিক্ত আরও একটি নতুন পরামর্শ বা সলাও জুড়ে দিতে। যেমন একটি লোক বেশ বিপদে প'ড়ে কয়নারের কাছে এসেছিল। তখন কয়নার তাকে খুব কম হানিকর একটি সমাধান ব'লে দিয়েও শেষে আরও একটি কম ও সম্পূর্ণভাবে কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত নয় এমন আর-একটা সমাধানও ব'লে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যারা সব পারে না— তাদের বেলায় সামান্যতম কিছুও বাদ দিতে নেই।"

Vorschlag, wenn der Vorshlag richt beachtct wird

অপরিহার্য আমলা

এক আমলা, যিনি দীর্ঘদিন তাঁর পদে ছিলেন, তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে কয়নার শুনেছিলেনঃ "তিনি এত ভালো কর্মী যে, তিনি তাঁর দপ্তরের জন্য সম্পূর্ণ অপরিহার্য।" —"কী জন্য তিনি অপরিহার্য?" রেগে প্রশ্ন করেছিলেন হ্যার ক.। — "দপ্তর তাঁকে ছাড়া চলে না," তার প্রশংসাকারী বলেছিল। —"তাহলে তিনি কী ক'রে ভালো আমলা হ'তে পারেন, দপ্তর যদি তাঁকে ছাড়া না-ই চলে?" বলেছিলেন কয়নার, —"দপ্তর সাজানোয় তিনি ততটা সময় দিয়েছেন যতটাতে তিনি নিজেই অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। আসলে তার কাজটা কী? আমি বলবো চাপ সৃষ্টি করা।"

Der unentbehrliche Beamte

বোধগম্য প্রশ্নতালিকা

"আমি লক্ষ করেছি—" বলেছিলেন হ্যার ক., "যে, আমরা আমাদের মতবাদ সম্পর্কে অনেককেই শঙ্কিত ক'রে তুলি এই ব'লে যে, আমরা সব প্রশ্নেরই একটা উত্তর জানি। অন্তত প্রচারের স্বার্থে আমরা কি একটা প্রশ্নতালিকা তৈরি করতে পারি না, যেগুলি আমাদের কাছে অমীমাংসিত ব'লে প্রতিভাত?"

Uberzeugende Fragen

প্রতিভার শ্রম

কয়নারকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ "কী নিয়ে কাজ করছেন এখন?" কয়নার উত্তরে বলেছিলেনঃ "অত্যন্ত পরিশ্রম চলছে। আমি আমার পরবর্তী ভুলের প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

Muhsal der Besten

সুসহ আঘাত

কয়নারের এক সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিলঃ সে কয়নার-এর সঙ্গে অমিত্রসুলভ আচরণ করে। "হ্যাঁ, কিন্তু শুধুমাত্র আমার পেছনে—" কয়নার তার পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন।

Ertraglicher Affront

দুই শহর

হ্যার কয়নার অ. শহরের থেকে আ. শহরকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন— অ. শহরের মানুষ আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু আ. শহরের মানুষ আমার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ। অ. শহরের মানুষ আমাকে কাজে লাগাতো, কিন্তু আ. শহরের মানুষের কাছে আমি ছিলাম প্রয়োজনীয়। অ. শহরে মানুষ আমাকে খাবার টেবিলে অভ্যর্থনা জানাতো, কিন্তু আ. শহরে মানুষ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতো বাড়ির ভিতরে, রান্নাঘরে।

Zwei Stadte

সাক্ষাৎ

দীর্ঘ অসাক্ষাতের পর দেখা হওয়াতে কয়নারকে এক ব্যক্তি বললেন, "আপনি একদম বদলাননি।"

—"ওহ্", বললেন হ্যার কয়নার, আর মুহূর্তে চমকে কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

Das Wiedersehen

খেয়া

উপত্যকা বেয়ে চলেছিলেন কয়নার। হঠাৎ তাঁর পায়ে জলের ছোঁয়া লাগলো। কয়নার বুঝলেন, স্থানটি আসলে সমুদ্রের খাঁড়ি। জোয়ার আসছে। খেয়ানৌকার আশায় কয়নার তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলে খেয়ানৌকার আশা তিনি ত্যাগ করলেন। আশা করলেন, জল হয়তো আর বাড়বে না। জল চিবুক ছুঁতে সেই আশাও তিনি ত্যাগ করলেন, এবং সাঁতার দিতে শুরু করলেন। কয়নার দেখলেন যে, তিনি নিজেই এক খেয়া।

Der Kahn

পরিশিষ্ট-১

ঈশপ

জন্ম: ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

মৃত্যু: ৫৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

দুই পথিক ও কুঠার

একই পথ ধ'রে দুই পথিক চলেছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন একটা কুঠার কুড়িয়ে পাওয়াতে অন্যজন বললো, "বাঃ! আমরা একটা ভারী সুন্দর জিনিস কুড়িয়ে পেলাম!" সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথিকটি বললো, "দয়া ক'রে বোলো না যে, আমরা পেয়েছি। বরং বলো যে, 'তুমি' পেলে।" একটু পরেই— যাদের কুঠার হারিয়েছিল, তারা সেই পথে এলো এবং যে পথিকের কাছে কুঠারটি ছিল, তার কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিলো। তখন সেই পথিক বললো, "হায়! কুঠারটা আমরা হারালাম।"

"দয়া ক'রে বোলো না—" তখন তার বন্ধু উত্তর করলো, "যে, আমরা হারালাম। বরং বলো যে, 'আমি' হারালাম। কারণ যখন তুমি কুঠারটা পাও, তখন আমাকে তুমি তার সাথী করোনি।"

Die Wanderer und das Beil

খরগোস ও সিংহী

এক খরগোস-বধূ আর এক খরগোসকে গল্প করতে শুনলো যে, সিংহী তার সারা জীবনে এক বা দু'বার সন্তান প্রসব করে। ঘটনাটা তাকে বড় অবাক করলো। তাই পরের বার সে যখন এক সিংহীকে দেখলো তখন দাঁড়িয়ে প'ড়ে সে আস্তে আস্তে শক্তিশালী প্রাণীটির কাছে এগিয়ে গেল।

"তুমি রাজমহিষী—" খরগোস বললো, "কিন্তু এটা কি সত্যি ঘটনা যে, তুমি সারা জীবন কেবল একটি বা দু'টি শিশু প্রসব করো। অথচ আমি তোমার থেকে

অনেক ছোট হয়েও প্রতি বছর দু'বার ক'রে একটি শিশুবাহিনীর জন্ম দিয়ে তাদের বড় ক'রে তুলি।"

"তুমি যা বলছো, তা সত্যি।" সিংহী বললো, "কিন্তু, যদি আমার একটিমাত্র শিশুই হয়, সেটি হয় একটি সিংহ।"

Das Kaninchen und die Lowin

দুই ব্যাঙ ও দুধের গল্প

(ঈশপ অনুসরণে)

প্রখর গ্রীষ্মে সূর্যের তাপে যখন সব সরোবর শুকিয়ে গিয়েছে, তখন দুই ব্যাঙ পথে বের হলো।

অল্প দূরেই এক চাষিবাড়িতে তারা রান্নাঘর আর সুশীতল খাবারঘর খুঁজে পেলো। খাবারঘরে ছিল একপাত্র তাজা ঘন দুধ। ঝুপ ক'রে দুই ব্যাঙ দুধের পাত্রে লাফ দিলো আর দুধ পান করতে শুরু করলো।

পেট ভরলে দু'জনে ভাঁড়ের বাইরে আসতে চাইলো। সাঁতার দিয়ে তারা পাত্রের কিনারে এলো, কিন্তু দু'জনে এত দুধ খেয়েছে যে অনেক লাফঝাঁপ ক'রেও তারা পাত্রের কানা ডিঙোতে পারলো না। শেষে একসময়ে ওদের সব শক্তি ফুরিয়ে এলো। তখন এক ব্যাঙ বলল, "আর কোনো আশা নেই। এখানেই আমাদের হারিয়ে যেতে হবে। চেষ্টার আর কোনো মানে হয় না।" —এই ব'লে সে দুধের ভাঁড়ে তলিয়ে মারা গেল। অন্য ব্যাঙটি কিন্তু আশা ছাড়লো না। সারা রাত সে সাঁতার দিয়ে গেল। অবশেষে সকাল হলো। সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল যে, ব্যাঙ ঘন মাখনের একটি চাঁই-এর উপর ব'সে রয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো ক'রে ব্যাঙ উপরদিকে লাফ মারলো আর দুধের ভাঁড়ের বাইরে এসে পড়লো। তারপর সে ঘরের বাইরে এলো।

Die Frosche in der Milch

ফ্যাড্রুস

জন্ম: ৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ

মৃত্যু: ১৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ

নেকড়ে ও ভেড়া

তৃষ্ণার তাড়ায় একদিন একটি নেকড়ে ও একটি ভেড়া একই স্রোতস্বিনীর পাড়ে এসেছিল। নেকড়ে ছিল উপরের দিকে আর অনেক নিচের দিকে ছিল ভেড়া। ভেড়াকে খাবার লোভ শীঘ্র নেকড়ের মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাই সে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধালো— "তুই আমার খাবার জল নোংরা করছিস।"

ভয়ে কেঁপে উঠে ভেড়ার ছোট্ট ছানা ব'লে উঠলো— "না নেকড়েমশাই, কেমন ক'রে আপনার জল আমি নোংরা করবো? জল তো প্রথমে উপরে আপনার কাছে হ'য়ে তারপর আমার কাছে বয়ে আসছে।" যুক্তির জোর ছিল নেকড়ের পক্ষেও বড় বেশি। তাই তখন সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো— "ছয়মাস আগে তুই আমায় গালি দিয়েছিলিস।" ভেড়ার ছানা বললো, "তখন তো আমি জন্মাইনি নেকড়েমশাই।"

"তবে ও ছিল তোর বাবা, আথেনার দিব্য!" —চেঁচিয়ে উঠলো নেকড়ে। এবং পরক্ষণে ন্যায় ও যুক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট ভেড়ার দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এই ফেবেল্‌স তাদের জন্যে লেখা,
যারা নিরপরাধের উপর মিথ্যা দোষারোপ ক'রে পরিশেষে তাকে ধ্বংস করতে চায়

Wolf und Lahm

মুক্তোর উদ্দেশে মোরগ

সারের গাদায় মোরগ খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেখানে সে একটি মুক্তো খুঁজে পেলো। —"আহা! কোথায় তুমি প'ড়ে আছো? এই জায়গা তোমার যোগ্য নয়। তোমার মূল্য বোঝে এমন কেউ তোমাকে দেখতে পেলে অনেক আগেই তুমি নিজের সত্যিকার রঙে ঝলমলিয়ে উঠতে। কিন্তু আমি যে তোমায় পেলাম তা আমার দিক থেকে যেমন মূল্যহীন, তেমনি তোমার দিক থেকেও। কারণ এখানে আমার জন্য অঢেল খাবার রয়েছে।"

এই গল্প তাদের জন্য, যারা আমার মূল্য বোঝে না

Der Hahn zur Perle

গাধা ও বৃদ্ধ পশুপালক

এক বৃদ্ধ পশুপালক গাধাকে সবুজ মাঠে চরাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মেষপালকের চিৎকার শুনে চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সে গাধাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে বললো, অন্য কেউ যাতে তাকে ধ'রে ফেলতে না পারে। কিন্তু গাধা সেখানে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এবং বললো, "তুমি কি ভাবছো যে আমাকে তোমার শত্রু দ্বিগুণ বোঝা বইতে দেবে? তা নাও হ'তে পারে।"

"কার বোঝা বইছি— তাতে আমার কী এলো-গেল? কারণ আমাকে তো বোঝা বয়েই যেতে হবে।"

যখন রাজা বদলায়, তখন গরিব মানুষের জন্য নামটুকু বদলায় মাত্র

Der Esel und der alte Hirt

জঁ দ্য লা ফঁতেন

জন্ম: ১৬২১

মৃত্যু: ১৬৯৫

শেয়াল ও টক আঙুরের গুচ্ছ

এক শৃগাল চলেছিল পথ ধ'রে। খিদেয় সে তখন প্রায় মারা যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে বাগানের শীর্ষে সোনালী আঙুরের গুচ্ছ ঝুলতে দেখলো। একটা একটা ক'রে আঙুর মুখে ফেলে তার খাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আঙুরগুলো ঝুলছিল বড় উঁচুতে।

তাই সে বললো, "আঃ আঙুরগুলি এখনও সবুজ আর আমার পক্ষে বড় টক!"

দুঃখে কাঁদার থেকে তা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

(অনুবাদঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী
মেঘালোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!

কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভী-দলে
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি।
যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে?''
''ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি''
রাগি কহে তরুপতি,
''নাহি কিছু অভিমান? ধিক্ চন্দ্রাননে!''
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;

আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকূল রড়ে;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে।
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায় বাহুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
নীতিঃ উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে॥

Le Chêne et le Roseau
—Jean de la Fontaine

ইভান ক্রিলোফ

জন্ম: ১৭৬৯

মৃত্যু: ১৮৪৪

গ্রন্থকর্ত্তা এবং দস্যু

অথবা

লম্পট গ্রন্থকারদিগের কাণ্ড

(অনুবাদঃ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়)

একবার এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও এক দস্যু, উভয়ে একই সময়ে যমালয়ের নারকীয় প্রদেশে উপস্থিত হইল। গ্রন্থকারের গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহার গম্ভীর বিদ্যার প্রশংসা সর্ব্বত্র সকল লোকে করিত। কিন্তু তিনি আদিরস বর্ণন করিয়া স্বরচিত পুস্তকের মধ্যে ভ্রষ্টতারূপ গরলের কুটিল সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, ধর্ম্মনীতি এবং সদভিপ্রায় আক্রমণ করিয়া বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় রসিকতার বাহ্য আলোক দীপ্তিমান করিয়াছিলেন।.... তাঁহার অনুষঙ্গী বন্ধু প্রকাশ্য রাজপথে দস্যুবৃত্তি ও হত্যা করিয়া কিছুদিন দুরাচারদিগের যথাযোগ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জল্লাদের রজ্জু শীঘ্র তাহার জীবনান্ত করিল।....

দস্যু যে শৃঙ্খলে উপবিষ্ট ছিল, যম-ভৃত্য তাহার নীচে রাশীকৃত শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিয়া চারি হাত উচ্চ করিল; পরে গন্ধক ও মেট্যা তেল তদুপরি প্রলেপন করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠরাশির অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ফট্ ফট্ শব্দ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহা.... চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিল। তাহাতে দস্যুর দুঃখের আর সীমা রহিল না। সে মনে মনে অনুতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি; লোকের ধন প্রাণ অপহরণ না করিলে আমায় এরূপ দারুণ যন্ত্রণা সহিতে হইত না।

যাহা হউক, গ্রন্থকারের ভাগ্যে প্রথমে এত কঠিন দণ্ড হয় নাই।.... একটি ভৃত্য সামান্য অগ্নি তাহার অধোভাগে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তদুপরি প্রকাণ্ড এক কড়া জল বসাইয়া রাখিল, ইহার উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘর্মাক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে দারুণ দুঃখ সহিতে হইল না, বরং যৎকালে তাঁহার সঙ্গী দস্যু পুড়িয়া সিদ্ধ হইতেছিল, তিনি দয়াশূন্য নয়নে তাহা অবলোকন করিতেছিলেন। পরন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে কড়ার জল ফুটিয়া বুদবুদ উঠিতে লাগিল, মহাপণ্ডিত গ্রন্থকারের কাতর ধ্বনি শ্রবণ করা গেল। তখন নির্দয় ভৃত্য ঐ অগ্নিতে আরও কিছু কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল, তাহাতে উত্তাপে কড়ার তলা সিন্দুরবর্ণ হইয়া জল ভয়ানক উষ্ণ হইল। গ্রন্থকার সেই জলে

প্রথমে একটি পদ নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে অপর পদটিও দিতে হইয়াছিল। একটি কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, যেমন একটি শব্দ তাঁহার জিহ্বা হইতে বিনির্গত হয়, অমনি নির্দয় ভৃত্য অগ্নিতে এক আঁটি শুষ্ক কাষ্ঠ ফেলিয়া দেয়। ইহাতে.... অসীম ক্রোধ হওয়াতে তিনি ঈশ্বর নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমা অপেক্ষা শতগুণে যে ব্যক্তি দোষী তাহার অগ্নি নির্বাণ হইল, কিন্তু আমাকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছে। হে দেবতাসকল! তোমাদিগের ন্যায়পরতা কোথায়?

....নরকাধিষ্ঠাত্রী দেবী আলেক্‌টো তাহাকে প্রতিফল দিবার জন্য হঠাৎ এক গভীর গহ্বর হইতে বহির্গতা হইলেন.... গ্রন্থকার তাঁহাকে দেখিয়া বাক্যরহিত ও জ্ঞানহত হইলেন। দেবী বলিতে লাগিলেন....

"রে দুরাত্মন্ হতভাগ্য! যে ঈশ্বর তোর ভূতপূর্ব মহাপরাধের জন্য যথার্থ দণ্ড দিয়াছেন, সে ঈশ্বরকে সাহস করিয়া তুই নিন্দা করিতেছিস? ঐ গুপ্তহন্তা দস্যু যে সকল দোষ করিয়াছিল, তাহার জীবনের শেষ হওয়াতে সেই সকল দোষেরও শেষ হইল। কিন্তু তোর দোষ শেষ হইবার নহে, তোর অধর্ম্মসূচক দূষণীয় লেখা পৃথিবীতে যতদিন থাকিবে, যুগে যুগে পৃথিবীর লোক উহা যত পাঠ করিবে, ততই তোর দোষ বৃদ্ধি পাইবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। তোর লেখা পড়িয়া কত লোক সৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। মৃত্যু হওয়াতে মর্ত্ত্যলোকে বহুদিন তোর অস্থিসকল ভস্মসাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু তোর সহস্র সহস্র দোষ দীপ্তিমান করিয়া যেদিন সূর্য উদয় না হয়, সে দিনই নয়। ঐ সকল দোষই তোর ভয়ানক লেখার কদর্য্য ফল মাত্র। তোর সমকালীন যে সকল গ্রন্থকার ছিল, তোর সাংঘাতিক দৃষ্টান্তে তাহাদের কি বিষোৎপত্তি হয় নাই?.... তুই এই জগতে এমন পাপের বীজ বপন করিয়াছিস যে, সহস্র বৎসরের মধ্যে তাহা তেজস্বী বৃক্ষ হইয়া ফলে ফুলে পরিপূরিত হইবে। সে ফুল বিষময় ফুল, সর্ব্বত্রে তাহা নাশকগন্ধ বিস্তারিত করিয়াও শুষ্ক হইয়া মরিবে না, আবার প্রস্ফুটিত হইয়া দেশের অনিষ্ট করিবে। রে অসুখী দুর্বৃত্ত! যে পর্য্যন্ত তোর অপকারক গ্রন্থ সকল জগতের অপকার করিতে নিবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তুই নরকের অসীম যন্ত্রণা ভোগ কর।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে আলেক্‌টোর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি কম্পিতকলেবর হইয়া আপন কঠিন হস্তদ্বারা ঐ পাপাত্মাকে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া দিলেন এবং অনন্ত কালের জন্য বিষম ভারী লোহার ঢাকনি তাহার উপর চাপান গেল॥

তিনজন চাসা

অথবা

রাজনীতি সম্পর্কীয় তর্ক

(অনুবাদঃ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়)

রুষিয়া দেশস্থ তিনজন চাসা একদিন রাজধানী সেণ্ট পিটর্স্‌বর্গের বাজারে কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। কাঠ বেচিয়া আসিতে আসিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে, তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিল না, এক পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিল। স্বভাবতঃ পরিশ্রমী লোকেরা বহ্বাহারী, উদর পূর্ণ না থাকিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে না। অতএব ক্ষুধায় কাতর হওয়াতে তাহারা খাদ্যান্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া আধখান পাউরুটী অল্প ঝোল এবং খানিকটা ছাতুর মণ্ড ব্যতীত আর কিছুই পাইল না। সেণ্ট পিটর্স্‌বর্গের লোকের পক্ষে তাহা কোন মতেই মুখপ্রিয় উপযুক্ত খাদ্য নহে, না হউক, এমন সময়ে তাহারা ভাল খাবার জিনিস কোথায় পায়! অতএব উদর পূর্ণ হউক বা না হউক ঐ আধখানি রুটী তাহারা তিনজনে ভাগ করিয়া খাইতে বসিল। আর বসিবার সময় স্বদেশের রীত্যানুসারে তিনবার তিনটি ক্রুশ চিহ্ন করিল। উক্ত তিনজন চাসার মধ্যে একজন অতি ধূর্ত্ত স্বভাব ছিল, সে দেখিল ভাগ করিয়া খাইলে পর্য্যাপ্ত রূপ আহারের তো কোন উপায় নাই, এ সময়ে বলপ্রকাশ করাও চলে না, অতএব চাতুর্য্য করাই বিধেয়। এই বিবেচনায় সে একজন অনুষঙ্গী বন্ধুকে কহিল, ভাই টমী! তুমি জান এ ব্যক্তিকে এবার মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে; চীনদেশীয় লোকেরা আমাদিগের রুষীয় সম্রাটকে চায়ের জন্য রাজকর দিতে চায় নাই, এজন্য যুদ্ধার্থ তিনি বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। অপর দুই জন চাসা, লেখাপড়া জানাতে মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্র পড়িত, এই কথাতে তাহারা সাতিশয় চিন্তিত হইয়া উভয়ে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল, অমন দূর দেশে সৈন্য প্রেরণ কিরূপে সুবিধা হয়? সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করণের উপযুক্ত ব্যক্তি কে? দেশের মঙ্গল চেষ্টায় তাহারা রাজনীতি বিষয়ক এইরূপ নানা কথোপকথনে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বজাতির সৌভাগ্য সাধনে তাহারা উভয়ে এইরূপ ব্যাপৃত আছে, ইত্যবসরে তৃতীয় ধূর্ত্ত ব্যক্তি ঝোল ছাতুর মণ্ড এবং রুটী সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আহার করিয়া উদর পরিতৃপ্তি করিল।

পাঠকগণ! স্বদেশ বিষয়ে তাচ্ছীল্য করিয়া বিদেশসংক্রান্ত নানা কথা কহে এমন অনেক বাচাল লোক আছে, চীন দেশে অগ্নি লাগিয়াছে তাহারা পরিষ্কার রূপ দেখে, কিন্তু তাহাদের বসতিগৃহ যে অনল দ্বারা ভস্মীভূত হইতেছে, ইহা তাহারা একবারও অনুভব করে না।

কোয়াট্রেট

চার বন্ধু— বাঁদর, ভালুক, ছাগল, আর গাধার সঙ্গীতচর্চা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। স্বরলিপি আর বাদ্যযন্ত্র যোগাড় করলো তারা— একটা চেলো, একটা ভিয়োলা, আর দুটো ভায়োলিন। সবুজ প্রান্তরে ব'সে সঙ্গীতচর্চা শুরু হলো। কিন্তু ছড় টানতে বাজনা এতই বেসুর শোনালো যে তা তাদের নিজেদের কাছেই ধরা পড়লো।

"দাঁড়াও"— বাঁদর বললো, "এভাবে হয়তো হবে না। দু'জন দু'জন ক'রে মুখোমুখি বসতে হবে। তবেই সঙ্গীত সৃষ্টি হবে।" তাই সবাই যন্ত্র নিয়ে মুখোমুখি ব'সে, বাঁদর যেমন বলেছিল, তেমনভাবে যন্ত্রে ছড় টানতে শুরু করলো। এবারও আগেরই মতো মন্দ শোনালো আর গাধা চেঁচিয়ে উঠলো; "ভুল, ভুল হচ্ছে! মুখোমুখি নয়— পাশাপাশি বসতে হবে।" তাই সকলে যন্ত্র নিয়ে পাশাপাশি ব'সে ঠিক-ঠিকভাবে আবার ছড় টানলো। এবারও প্রায় একই রকম মন্দ লাগলো আর জন্তুরা— আসলে কীসের দোষে এমন হচ্ছে তাই নিয়ে ভয়ানক ঝগড়া শুরু করলো। নাইটিঙ্গেল তা শুনতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে দেখতে এলো যে কী হচ্ছে।

"আঃ! তুমি কী সুন্দর গান গাও!" —চার সঙ্গীতজ্ঞ একসঙ্গে ব'লে উঠলো, "তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো না! দ্যাখো, আমাদের সব আছে— স্বরলিপি, নতুন যন্ত্র! এখন কীভাবে বসলে আমাদের বাজনা তোমার গানের মতো সুন্দর শোনাবে বলো দেখি?"

উত্তরে নাইটিঙ্গেল বললো, "তোমরা যত খুশি যন্ত্র যোগাড় করতে পারো, যেমন খুশি বসতে পারো, কিন্তু সুরসৃষ্টির জন্য জরুরি প্রতিভা ও পরিশ্রম; যেমন ধরো আমি গাইছি আমার শৈশব থেকে।"

FABEL

Johann Gottfried Herder

Der Menschen erste Lehrerin
des ersten Lehrers Schülerin
Die Touchter der Natur!—
sie, die durch alle Wesen dringt
und jedes Stimm' and jedes Sprache singt
und alles vor den Menschen bringt
und Torheit selbst Weisheit zu werden zwingt.

O Fabel, wo ist deine Spur
wer war's, der dich erzeugt?
wer hat dich groß gesaugt?
Ein Knecht Äsop?

Nein, sprach die Fabel, meine Spur
ist alt wie Natur
und gottlich tief wie tiefen Meeres Grund
und hoch wie Himmels blaues Rund,
ein Heiligtum! Doch soll es Menschenname sein,
So nennt Äsop.

In seiner armen Knechtgestalt
so sonder Glanz and Prunk and Schein,
die ist mein Lob.
Was außen prächtig itzt von Weisen schallt,
hüllt' er in Handlung und in Einfalt ein.

Erzähle, liebliche, wie ging es weiter dir?
"Geraubt aus Osten ward ich für und für
mehr alt
und kalt.

Ich kam in Platos Aufenthalt
der mich zur Metaphysik zwang,
gen Rom, das mich in steife Verse drang,
nach Frankreich, und die Menschenlehrerin
wurde Zeitvertreiberin
und Buhlerin
Ihr Deutsche, nun flieh ich zu Euch,
ihr fühlt Natur and Gottes Lieder,
bringt mich zu meiner Einfalt wieder
verjünget in mein Konigreich."

কবিতার মূল নামটি না পাওয়া যাওয়াতে এখানে কবিতাটি Febel নামেই প্রকাশ করা হলো

পরিশিষ্ট-২

আমরা সচরাচর অনুবাদে যে ধরনের পাঠে অভ্যস্ত ঈশপের ফেবেল্ ঠিক তার বিপরীত বস্তু। তার পাঠ অতি সংহত, সংযত এবং কাব্যিক ও কল্পনাময়। ঈশপ ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে সক্রেটিস ও আরিস্টটল সহ্ বহু দার্শনিক ও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতক থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ফেবেল্স-সাহিত্যের যে বিরাট সম্ভার গ'ড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে নানা জন তাঁদের মূল্যায়ন বিশ্বসাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে রেখে গেছেন। আমরা সক্রেটিসের সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষা এই আঙ্গিকটি সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে ভেবেছেন তাঁদের কয়েক জনের মূল্যায়নের অংশবিশেষ ও ফেবেল্স-এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত কিছু মনীষীর নামের কালানুক্রমিক একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা এইখানে উদ্ধৃত ও উল্লেখ করলাম।

THE TRIAL AND DEATH OF SOCRATES
(From Plato's 'PHÆDO')

Socrates : There was pain in my leg caused by the chains: and now, it seems, pleasure is come following the pain.

Cebes interrupted him (Socrates) snd said, By the bye Socrates, I am glad that you remind me. Several people have been inquiring about your poems, the hymn to Apollo and Æsop's fables which you have put into metre. . .Evenus asked me what was your reason for writing poetry on coming here, when you had never written a line before.

Then tell him the truth, Cebes, he (Socrates) said. .. The fact is this. The same dream used often to come to me in my past life, .. but always saying the same words, "Socrates, work at music and compose it."

...I supposed that the dream was encouraging me to create the music at which I was working already: For I thought that the philosophy was the highest music, and my life was spent in philosophy. But then after the trial, when the feast of the god delayed my death, it occurred to me that the dream might possibly be bidding me create music in the popular sense, and that in that case I ought to do so, and not to disobey : I thought that it would be safer to acquit my conscience by creating poetry in obedience to the dream before I departed. So first I composed a hymn . and then I turned such fables of Æsop as I knew, and had ready to my hand, into verse, taking those which came first: for I reflected that a man who means to be a poet has to use fiction and not facts for his poems, and I could not invent fiction myself...

ARISTOTLE : REHTORIC

CHAPTER 20

Fable was an instruument of argumentation

The special forms of oratorical argument having now been discussed, we have next to treat of those which are common to all kinds of oratory. These are of two main kinds, 'Example' and 'Enthymeme'; for the 'Maxim' is part of an enthymeme.

We will first treat of argument by Example, for it has the nature of induction, which is the foundation of reasoning. This form of argument has two varieties; one consisting in the mention of actual past facts, the other in the invention of facts by the speaker. Of the latter, again, there are two varieties, the illustrative parallel and the fable (e.g. the fables of Aesop, those from Libya). As an instance of the mention of actual facts, take the following. The speaker may argue thus : 'We must prepare for war against the king of Persia and not let him subdue Egypt. For Darius of old did not cross the Aegean until he had seized Egypt; but one he had seized it, he did cross. And Xerxes, again, did not attack us until he had seized Egypt; but once he had seized it, he did cross. If therefore the present king seizes Egypt, he also will cross, and therefore we must not let him.'

...Instances of the fable are that of Stesichorus about Phalaris, and that of Aesop in defence of the popular leader. When the people of Himera had made Phalaris military dictator, and were going to give him a bodyguard, Stesichorus would up a long talk by telling them the fable of the horse who had a field all to himself. Presently there came a stag and began to spoil his pasturage. The horse, wishing to revenge himself on the stag, asked a man if he could help him to do so. The man said, 'Yes, if you will let me bridle you and get on to your back with javelins in my hand.' The horse agreed, and the man mounted; but instead of getting his revenge on the stag, the horse found himself the slave of the man. 'You too', said Stesichorus, 'take care lest your desire for revenge on your enemies, you meet the same fate as the horse. By making Phalaris military dictator, you have already let yourselves be bridled. If you let him get on to your backs by giving him a bodyguard, from that moment you will be his slaves.'

Aesop, defending before the assembly at Samos a popular leader who was being tried for his life, told this story : A fox, in crossing a river, was

swept into a hole in the rocks; and, not being able to get out, suffered miseries for a long time through the swarms of fleas that fastened on her. A hedgehog, while roaming around, noticed for fox; and feeling sorry for her asked if he might remove the fleas. But the fox declined the offer; and when the hedgehog asked why, she replied, 'These fleas are by this time full of me and not sucking much blood; if you take them away, others will come with fresh appetites and drink up all the blood I have left.' 'So, men of Samos', said Aesop, 'my client will do you no further harm; he is wealthy already. But if you put him to death, others will come along who are not rich, and their peculations will empty your treasury completely.'

Fables are suitable for addresses to popular assemblies; and they have one advantage— they are comparatively easy to invent, where as it is hard to find parallels among actual past events. You will in fact frame them just as you frame illustrative parallels : all you require is the power of thinking out your analogy, a power developed by intellectual training. But while it is easier to supply parallels by inventing fables, it is more valuable for the political speaker to supply them by quoting what has actually happened, since in most respects the future will be like what the past has been...

PHAEDRUS

Prologue, To Eutychus

Book III

...In a few words I now propose
To point from whence the Fable rose.
A servitude was all along
Exposed to most oppressive wrong,
The suff'rer therefore did not dare
His heart's true dictates to declare;
But couch'd his meaning in the veil

Of many an allegoric tale,
And jesting with a moral aim,
Eluded all offence and blame.
This is the path that I pursue,
Inventing more than Æsop knew;...

..My verse in gen'ral would put down
True life and manners of the town.

JOHAN GOTTFRIED HERDER

In the fable an action is represented, which talks by itself; then tells everyone the teachings loudly or quietly in the soul.

JAKOB GRIMM

It seems to me to be a very remarkable character of fable that it assigns animals more vices and errors of human beings then virtues, as it equally makes our better side very wonderful in order to separate us from animals and limit all similarities, which is still animal in us.

JOHAN WOLFGANG VON GOETHE

...And the one (genre) which not only imitated nature but also marvelous, and had moral purpose and usefulness besides, was to be accounted the first and uppermost. And after much reflection, this great preeminence was finally ascribed, with utmost conviction to the Aesopian fable. As odd as such a conslusion may seem to us now, it neverthless had influence on great minds. ...That Lessing himself attempted to work in it, that so many others turned their talents in this direction attests to the credit it had won for itself.

Poetry and Truth
Part II, Book seven

ফেবেল্‌স-এর ইতিহাসের মার্গফলক

ঈশপ— ৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ

ফ্যাড্রুস— ১ম খৃষ্টাব্দ

বাব্রিওস্— ২য় খৃষ্টাব্দ

বিষ্ণুশর্মা— ৩০০ খৃষ্টাব্দ

মারি দ্য ফ্রঁস্— খৃষ্টীয় ১২ শতক

মার্টিন লুথার— ১৪৮৩-১৫৪৬ খৃষ্টাব্দ

জঁ দ্য লা ফঁতেন— ১৬২১-১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ

গটহোল্ড এফ্রাইম লেসিং— ১৭২৯-১৭৮১ খৃষ্টাব্দ

ইভান ক্রিলোফ— ১৭৮৮-১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ

ক্রিস্টিয়ান আউগুস্ট ফিশার— ১৭৭১-১৮২৯ খৃষ্টাব্দ